ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মৃগশাবকের পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া লইলেন, এবং প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে ভক্ষ দ্রব্য প্রস্তুত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া হরিণ-শিশুকে একটা বৈদ্যুতাগ্নি-শুষ্ক বৃক্ষমূলে স্থাপন করত দুই খানি শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর অসি ধারণপূর্ব্বক মৃগ-শাবকের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দণ্ডায়মানা মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত হইল। আহা! পশু জাতির মধ্যেও অপত্য স্নেহ কি প্রবল! হরিণী উন্নতমুখী হইয়া জলধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নি-মেষ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিল। পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয়া শাবকের সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিণী এক লম্ফে শাবকের সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং

পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পথিক পুনর্ব্বার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন। হরিণী অমনি দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না—পূর্ব্ববৎ অপত্য-বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশুযোনিতে ঈদৃক মানুষ-শদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ত্ব গুণের উদয় না হয়? পথিক কারুণ্যরসের প্রাচুর্ভাবে বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া কুরঙ্গ শিশুর কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন করত অপার পবিত্র আনন্দানুভব করিলেন। মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্নিহিত হইল এবং সিদ্ধ-মনোরথা হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করি[illegible]। কিন্তু শাবক সমভিব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার সন্তানের জীবন-রক্ষিতার প্রতি সজল দৃষ্টিদ্বারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল।

ধর্ম্মাত্মা পথিক এইরূপ সদাশয়তা প্রকাশ

দ্বারা অতীব চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিলেন। জীবন অপেক্ষা ইহলোকে অধিকতর প্রেমাস্পদ পদার্থ আর কি আছে ?। বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণাম-দর্শী ও ইন্দ্রিয়প্রীতিপরায়ণ, সুতরাং তাহাদিগের শারীরিক ক্লেশ পূর্ব্বাপর যাবৎকাল ব্যাপী হয় না, এই জন্য জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে। হায়! তাহারা কি নির্ঘৃণ, যাহারা অকারণে কোন প্রাণীর জগদীশ্বর প্রদত্ত সর্ব্ব-সুখ-নিদান প্রণাপহরণ করিয়া আপনাদিগের চিত্ত-কলুষিত করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! অনুমান হয়, পবিত্রচিত্ত ধর্ম্মাত্মার অন্তঃকরণে জগদীশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট প্রাণি মাত্রের প্রতি তাঁহার হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস জন্মে। দেখ পথিক কুরঙ্গ শাবককে মোচন করিয়া অবধি সেই ভয়াবহ গহনবনকে প্রার্থনীয় পূণ্যতীর্থ বোধ করিয়া স্থানান্তরে রাত্রি যাপনের মানস পরিত্যাগ করিলেন

এবং পাথেয় তণ্ডুলের কিয়দংশ হইতে যথা কথঞ্চিৎরূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধাশান্তি করত অতীব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

রত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশু মণ্ডল-নিঃসৃত জোৎস্না রাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বন দেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গ-প্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এবং শুষ্কপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্‌যন্ত্র বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তি প্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে।

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া পথ পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটী আশ্চর্য্য

স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন মৃগাঙ্ক-মণ্ডল হইতে জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সুস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন— "রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখ দুঃখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না, অদ্য পশুযোনির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও"।

এই বলিয়া দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন নিশা অবসান হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডল পরিবেষ্টিত অম্লান-

কিরণ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ স্বপ্ন দর্শনে পথিক এমত চঞ্চল-মনা হইয়াছিলেন যে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র নিমীলিত করিতে পারিলেন না। পর্ণশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক হিমাংশুর ব্যোমাস্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঈষৎশুক্লাম্বর ধারণ করিল, চন্দ্রমামুখ ম্লান হইল, এবং দূরস্থ গিরি শৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্‌ঝটিকারাশি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল—পরে সহস্রাংশুর তীক্ষ্ণ রশ্মি সমুদায় কুজ্‌ঝটিকা জাল বিদীর্ণ করিয়া বন-মধ্যে প্রবেশ করিল—দূরস্থ মহীধর শৃঙ্গ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিরাশিপ্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—নীহারমণ্ডিত বৃক্ষগণের পত্রবিটপাদি বালাতপ সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল—এবং শিশির-সিক্ত শস্পশয্যা যেন, রাত্রি-বিহারী বন-দেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভরণ বিভূষিত হইয়া তাদৃশ চাকচক্যশালী হইতে

লাগিল—তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্র অম্বুভারে অবনত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদ্‌গুণাধার বশতঃ নিজ নিজ নম্রতা স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে অথবা রবিরশ্মি সংযোগে যে যাহার আপনাপন শোভা—কেহ বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে প্রেরণ করিল—করিয়া, সকলে শান্তি-প্রদ হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিল।

পান্থ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শুষ্ক পত্রাদি সংযোগে অগ্নি জ্বালনপুর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অন্ন পাক করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। পরে পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্কন্ধে আরোপণ করিয়া ভূতলে জানু পাতনপূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে সংযত-মনোবৃত্তি হইয়া স্বীয় ধর্ম্মের শাসনানুযায়ী পূণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুনর্ব্বার গমনোদ্যত হইলেন।

অপরিজ্ঞাত কানন পথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্ব্বরাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নটী বারম্বার

স্মৃতি পথারূঢ় হইতে লাগিল। স্বপ্নটী তাঁহার চিত্তপটে এমনি স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হইল উহা অবশ্যই সত্য হইবে, আবার ভাবিলেন আমি এই দেশে নাম ধাম বিহীন আগন্তুক ব্যক্তি, আমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, কোন ক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য নহে; স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়া মাত্র; জাগ্রদবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদিত হয় মনুষ্য তাহা বুদ্ধিবলে দমন করিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন, স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গত ভাবের আবির্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি? অতএ জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখন স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না বিশেষতঃ এরূপ দুরাশা সঞ্চিত করায় মহৎ হানির সম্ভাবনা; কারণ যদিও ইহা কস্মিন্‌কালে সফল হয়, তাহাতেই বা তাৎকালিক সুখের আধিক্য কি? আর যদি সফল না হয়, তবে যতকাল বাঁচিব ততকাল

লোভরূপ দাবাগ্নিদ্বারা অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে; অপরন্তু, সংকীর্ণ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া ঈদৃশ দুশ্চিন্তা-নিমগ্ন হইলে স্খলিত-পদ হইয়া অধঃপতিত, অথবা অন্য-মনস্কতা বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়—অতএব হে জগৎপতে! আমার এই প্রার্থনা কখন যেন অন্তঃকরণ লোভের ভার এমত না হয় যে, তজ্জন্য অবিনশ্বর ধর্ম্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি।

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তাদ্বারা উদ্রিক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা নিরাকরণের চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পথিক এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়া কুটিল-কানন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতি-

পয় ব্যক্তি একত্রে উপবেশন করিয়া কেহ বা তাম্রকূট ধূম পানে কেহ বা অন্যান্য উপযোগে মনোযোগ করিয়া আছে। পর্য্যটক মনে মনে বিবেচনা করিলেন ইহারা যদি শত্রুতা করে, তবে কখনই পলাইয়া রক্ষা পাইব না, আর শ-ত্রুতাই করিবে তাহারই নিশ্চয়তা কি? মিত্রতা করিলেও করিতে পারে। অতএব ইহাদিগের সম্মুখে সাহস করিয়া গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে সাহসে ভর করিয়া তিনি ঐ বনেচরদিগের সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "ওহে ভাই সকল! আমি পথিকজন—এই স্থানের পথ জানিনা, অনুগ্রহ করিয়া কহিয়া দেও"। এই কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্য করত কহিল "ওহে পথিক! ভাল, বল দেখি, যদি এই খানেই তোমার গতি শেষ করা যায়, তাহাতে হানি কি? পর্য্যাটক উত্তর করিলেন "তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে, কিন্তু সে সকল কথা কহিবার অবকাশ

নাই—একণে পথ ছাড়িয়া দেও, উত্তম—নচেৎ চলিলাম”। বনেচর কহিল “তুই আর কোথা যাবি ?—জানিস্ না, আমরা এই কানন-রক্ষক, যে যে এখান দিয়া যায় সকলের স্থানেই আমরা শুল্ক আদায় করি—আমাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহই এখান দিয়া যাইতে পারে না”। পথিক কহিলেন “ভাই আমি পণ্যজীবী বণিক্ নহি, কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করি না—আমার স্থানে কি শুল্ক পাইবে”। তস্কর তখন আপন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, ‘ওরে মূর্খ! তুই নিঃসহায়, আমরা আটজন, তোর দুই হস্তের কি এত বল হইবে যে, আমাদিগের আট জনের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবি ?—যদি ভাল চাহিস্ তবে বাক্ছল পরিত্যাগ কর, সমভিব্যাহারে যে ধন-সম্পত্তি বা ভক্ষ্য-সামগ্রী সম্ভার আছে সমুদায় আমাদিগকে আনিয়া দে, দিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যা নিবারণ করিব না—আমাদিগের এই ব্যবসায়, কেহ কখন আমাদিগের কথার অন্যথা করিতে পারে না”। “তবে তোমরা চৌর্য্যবৃত্তি” ?

"আমরা চোর হই বা সাধু হই সে কথায় তোর প্রয়োজন কি" ? । "এই প্রয়োজন, যে তোমার সাতজন মাত্র সহায়, কিন্তু যদি সাত-শত হয় তথাপি জীবনসম্বন্ধে আমি আজ্ঞাবহ হইব না" । তস্কর পথিকের সাহসের কথা শুনিয়া আপন সহযোগিগণকে কহিল, "এ বেটা বলে কি রে ?—এ যে মরিতে বসেও কার্দ্দানি ছাড়ে না—ভাল দেখা যাউক তুই এক ঘা ওসারিয়া দিলেই ইহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে" এই বলিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল—"আইস তোমার পিঠবোচ্‌-কাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুব্জের মত পিঠে থাকাতে কি কদাকার দেখাইতেছে, একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রূপখানি দেখাও" । পথিক তস্করের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কহি-লেন "রে চোর ! আমি প্রাণের ভয় করি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমত কোন সুখ পাই নাই এবং কখন পাইব এমত আশাও করিতেছি না যে, জীবনভয়ে কাতর হইয়া তোর শরণ প্রার্থনা করিব—মৃত্যু

আমার পক্ষে প্রার্থনীয়—অতএব সাবধান হইয়া আমার গতি রোধ কর্”। এই বলিয়া পথিক এক বৃহৎ বনতরুকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। চোরেরা ঈদৃশ সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমৎকৃত হইল। পরে একজন দুরাত্মা দূর হইতে সন্ধান করিয়া পথিকের অপসব্য হস্তে শর নিক্ষেপ করিল। পথিক তৎক্ষণাৎ শরকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শরধারে বাহুর শিরাচ্ছিন্ন হইয়াছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভুজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিরস্ত্র করিল, এবং তাঁহার পৃষ্ঠস্থিত থলিয়া মোচন করিয়া ফেলিল।

লুব্ধেরা পথিকের সমুদায় সম্ভার বাহির করিয়া দেখে তাহাতে এমন কিছুই নাই যে, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া কেহ পরিহাস

করিতে লাগিল, এবং কেহ অদ্ভুত ব্যাপার মানিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিল। অনন্তর তস্করপতি নিজ অনুচরদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন "দেখ ইহার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই, কিন্তু ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রম-ক্ষম, এমন দাস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অতএব চল উহাকে সঙ্গে করিয়া লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘাটা আরাম না হয়, আমাদিগের সঙ্গেই থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিলেই হইবে"। এইরূপ কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ হইলে চোরেরা পথিকের হস্তযুগল তাঁহার নিজ উষ্ণীষ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করত তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যবর্ত্তী করিয়া লইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পথিক তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতিপয় কুটীর সম্মুখে নীত হইলেন। ঐ সকল কুটীর তস্করদিগের নির্ম্মিত এবং তাহাদিগের পরিজনের আবাস। চোরেরা সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি নূতন কুটীর প্রস্তুত করিয়া দিল। পান্থ

বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিন দিবস যাপন করিলেন। তাঁহার বাহুর ক্ষত প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, আর দুই চারি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা, এমত সময়ে তস্করেরা একত্র হইয়া তাঁহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বারা কহিতে লাগিল। "শুন পথিক! আমরা তোমার দেহ-শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, আমরা চোর বটি, কিন্তু যথার্থগুণের পুরস্কারে পরাঙ্মুখ নহি, তোমার পাথেয় দেখিয়া নিতান্ত দুরবস্থা বুঝিয়াছি, অতএব আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার করিলাম; দেখ আমাদ্দিগের কন্যা কলত্রাদি আছে এবং আমরা বনচর বলিয়া নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন করি না—ইচ্ছা হয়ত আমাদিগের সহিত মিলন কর, নচেৎ পূর্ব্বে যে অভিসন্ধি করিয়াছি অবশ্য তাহাই করিব"। পথিক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিব

না—বরং তোমাদিগকে অগ্রে সাবধান করি-
তেছি যে, আমাকে কোন রহস্যানুসন্ধান
জ্ঞাত করিও না, করিলে, প্রকাশ হইবার
সম্ভাবনা জানিবে"। তস্করপতি কহিলেন,
"আমরা সে ভয় করি না, সাহসী বীরগণ
কখন বিশ্বাস-হন্তা হইতে পারে না, বিশ্বাস-
ঘাতকতা নীচ-প্রকৃতি ভীরুগণেরই ধর্ম্ম।
পথিক কহিলেন "তোমারা সে আশা পরিত্যাগ
কর, চোর ও দস্যুপ্রভৃতি যে সকল দুরাত্মা
মনুষ্য-মাত্রেরই অপকারক, তাহাদিগকে ব্যাঘ্র
ভল্লূকাদির ন্যায় উচ্ছেদ করা সকল ব্যক্তিরই
কর্ত্তব্য কর্ম্ম—না করিলে, ধার্ম্মিকগণের অনুপ-
কার করা হয়"। চৌরপতি পথিকের ভৎর্সনা
বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আর তোর
সাধুতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি
বুঝিলাম, তুই না ধার্ম্মিক জনের, না সাহসী-
পুরুষদিগের সংসর্গী হইবার যোগ্য—অতএব
তুই য়াদৃশ নীচ-প্রকৃতি অচিরাৎ তদুপযুক্ত
দাস্যবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি"। পথিক উত্তর
করিলেন "নিরস্ত্র এবং আহত ব্যক্তিকে

অধার্ম্মিক ভীরুজনেরাই অপমান করে—তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই”। চৌরপতি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত কহিলেন “ভাল ভাল এত বাক্ বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই—তুমি আমার অনুচর হইতে অস্বীকার করিলে, অতএব চল তোমার শরীর বিক্রয় করিয়া আমাদিগের এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি”। এই বলিয়া তস্করেরা পথিককে সমভিব্যাহারে করিয়া চলিল এবং বন উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হট্টে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় করিয়া লইল। চোরেরা মূল্য পাইয়া চলিয়া গেল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নির্ব্বোধ, যে এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথায় রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না; কিন্তু যাহা হউক এমত কোন কর্ম্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ

দাস-ক্রেতা পথিকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম সহিষ্ণু বুঝিয়াছিলেন। অত-এব আপন আলয়ে আনিয়া বিশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক ভেষজসেবন করাইয়া তাহার হস্তের ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভ পরবশ হইয়া ঐ দাসটির প্রতি যেরূপ অধিক মূল্য নিরূপিত করিলেন তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে চাহিল না। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা মনে মনে বিবেচনা করি-লেন এই দাসটীর জন্য অনেক ব্যয়ব্যসন করি-লাম, কিন্তু কেহই ইহাকে ক্রয় করিতে চাহে না,—কি করি?—অথবা উহার যাদৃশ শ্রী দেখিতে পাই, তাহাতে উহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাসা করি যদি আমাকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে পারে তবে দাস্যবন্ধন হইতে মোচন করিয়া দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্ কি না"?। "মহা-

শয় ! এ কথা কি জিজ্ঞাস্য ? পিপাশাতুর কি জল পান করিতে পরাঙ্মুখ হয় ” ? । “ ভাল, তবে তুই আমাকে তুষ্ট করিবি কি না ” । “ কি প্রকারে তুষ্ট করিব, অনুমতি করুন ” । “ অর্থদ্বারা ” । দাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল “ স্বাধীনতা প্রাণিমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব, অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি—ত্বাদৃশ অধার্ম্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে ” । এই বলিতে বলিতে পথিকের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে লোহিত বর্ণ এবং শরীর কম্পমান হইতে লাগিল । দাস-বণিক্ ভয়ে সঙ্কুচিত-চিত্ত এবং ম্লান-বদন হইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল । সেই অবধি তাহার চেষ্টা হইল যাহাতে দাসকে অন্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিষ্কৃতি পায় ।

কিয়দ্দিনানন্তর সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান প্রদেশাধিপতি অতিবদান্য এবং ক্ষমতাবান্

অলেপ্তজীন্ ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

দাস কিছুকাল মহীপালের আশ্রয়ে বাস করিতে করিতে প্রভুকে স্বীয় গুণেবদ্ধ করিল। রাজা তাহার ধর্ম্ম-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামি-বাৎসল্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। এক দিন দুই জনে একত্র বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজা নিজ দাসের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইবার ইচ্ছা-খ্যাপন করিলে দাস কহিতে লাগিল।

" মহারাজ! আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অতি সঙ্ক্ষেপ। আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা 'কাফিফ্

ওথ্‌মানের' আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য-ভূপাল 'ইস্‌দগর্দ' তাহাদিগের পরাক্রম অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশ জাত। তাঁহার সন্তানেরা তদ্দেশের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া তুর্কীয়জাতি হইয়া গেলেন। আমিও সেইরূপে তুর্কী হইয়াছি। —আমার পিতা নির্ধনছিলেন, সুতরাং বালক কালাবধি আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বপুঃ সবল এবং মন উৎসাহশীল ও পরিশ্রমানুরক্ত হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমঙ্কর বলিয়া মানি।—পিতা নির্দ্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন। অতএব তাঁহার

অনুগ্রহ বশাৎ আমি বালককালাবধি ইন্দ্রিয়-দমন করিতে এবং জগৎপাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে অভ্যাস করিয়াছিলাম।—শৈশবাবধি আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, আমার দ্বারা পরিবারের ক্লেশ মোচন হইবে। সেই আশা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল কোন রাজসংসারে যোদ্ধৃ-কর্ম্ম স্বীকার করিব। পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক পরাভূত এবং দাস্যে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্দ্ধমান আশা লতা একেবারে ছিন্নমূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত, সম্বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে”।

আলেপ্তাজীন এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্বে এবং সর্ব্ব-সৈন্যাধক্ষ-তায় নিযুক্ত করিলেন। দাস তাদৃশ উচ্চ-

পদারূঢ় হইয়া ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্যথা করিলেন না। তাঁহার দান্তস্বভাব ও বিচক্ষণতায় সেনাপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমান ও সুশিক্ষা সম্পন্ন হইল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, এবং রাজ্যও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই এই অমাত্যের পিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, অতএব আত্মজের ঈদৃশ বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্তু জননী তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র-সন্নিধানে আনীত হইয়া তাঁহার তাদৃশ গৌরব দর্শনে ও গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণে চক্ষুঃকর্ণের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। কি চমৎকার! যে ব্যক্তি সহায় সম্পত্তিবিহীন হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করত সিংহ ভল্লূকের সহবাসী হইয়াছিল, যে নানা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন-মৃত্যুস্বরূপ দাসত্ব-দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে

পৃথ্বীপতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নরগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিল! পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা! তিনি অতি উচ্চকে নীচ করিয়া এবং অতি অধমকেও প্রধান পদারূঢ় করিয়া মানব-কুলকে সর্ব্বদাই সাংসারিক বিভবের অস্থায়িত্ব এবং ধর্ম্ম-পদার্থের অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ফলতঃ প্রধান মন্ত্রী এক্ষণে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং বাল্যাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরম সুখ অধিকতর প্রীতি-জনক বোধ হইতে লাগিল।

আলেপ্তাজীন্ রাজার একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার যাদৃশ লাবণ্য-মাধুরী তাহার গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক আঢ্য কুলীন সন্তানগণ তাঁহার পাণি গ্রহণাভিলাষে আসিয়া নিরন্তর উপাসনা করিত। কিন্তু রাজ কন্যা উপাসনার বশ ছিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহা-

র্থীকেই বিদায় করিয়া অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজার অন্য অপত্য ছিল না। কেবল সেই একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যা বিবাহে সম্মতা হইয়া উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, এমত একান্ত বাসনা থাকিলেও কন্যার অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন করণে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষতঃ প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়ি-যুগলের প্রীতি-প্রফুল্লনেত্রে এমত রমণীয় সস্নেহ সতৃষ্ণদৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবামাত্রই পরস্পারের মন বিকসিত হইয়া উঠে, এবং

কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। একদিন প্রধান মন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে?। তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমসুখের প্রধান বস্তু করিয়া দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্ত্তৃক সেই বস্তু দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে! প্রধান মন্ত্রী আপন মনোগতভাব প্রকাশ

করিলে পর সরল হৃদয়া রাজপুত্রীও সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকালান্তরে কহিলেন "আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইতে অসম্মতা নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনূঢ়াবস্থায় পিতার অসম্মান করে, তিনি যে গৃহিণী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবেন এমত সম্ভাবনা অতি বিরল"। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন "আমি এইক্ষণে রাজ-সন্নিধানে চলিলাম. তাঁহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব, তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃকরণে অতি প্রবল বলিয়া শঙ্কা হয়"।

সেই দিনেই রাজা এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইল। মন্ত্রী স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া উত্তর করিলেন "দেখ জেহীরা আমার একমাত্র সন্তান—এই জীবন-বৃক্ষের

একমাত্র পুষ্প, যাহার দ্বারা আমার সংসার কানন আমোদিত এবং অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া আছে। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, তাহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল সুখভাগিনী হইয়া থাকে। অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমাল্য প্রদানে সম্মতা হয় নাই—আমিও এই বিষয়ে তাহার অনভিমত করিতে চাহি না। অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সম্মতি পাইবে”। মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন, “মহারাজ! আমি আপনকার কন্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মতা আছেন; কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা; এক্ষণে আপনকার অনুকূলতা প্রতিকূলতার প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে”। রাজা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন “যদি তুমি জেহীরার সম্মতিলাভ করিয়া

থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, আমি এই দণ্ডেই অনুমতি দিতেছি, যে পরম পুরুষ মনুজগণের মধ্যে উদ্বাহ সংস্কার সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন,—যাহাহউক, এই আমার পরম পরিতোষ যে, জেহীরা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রীতি সমর্পণ করে নাই"।

অনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়পাত্রের সহিত আত্মজার উদ্বাহ সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাত কুলশীল জনের সহিত কন্যার পরিণয় সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ মৎসর-ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রীর গুণগ্রামে বশীভুত প্রজা সাধারণ অত্যন্ত প্রফুল্ল-মনে আনন্দ মহোৎসব করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পরে আলেপ্তাজ্ঞীন গজনন্ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে পুত্র পৌত্রাদি কেহ না থাকাকে ঐ জামাতাই রাজ্যাধিকারী হইয়া

নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবক্তাজীন নামে বিখ্যাত হইলেন। ইহাঁরই পুত্র গজ্‌নবী মহম্মদ, যৎকর্ত্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকার সম্ভুক্ত হয়।

অঙ্গুরীয় বিনিময়।

প্রথম অধ্যায়।

পর্ব্বত-শ্রেণী সকল মানচিত্রে দেখিলে যেরূপ প্রাচীরবৎ সমান উচ্চ বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে ছেদ থাকে, এবং সেই সকল দ্বার অবলম্বন করিয়াই নির্ঝরিণী সমস্ত নির্গত হয় এবং মনুষ্য পশ্বাদি এক দিক্ হইতে অপর দিকে যাতায়াত করে। কিন্তু ঐ সকল পর্ব্বতীয় পথ অত্যন্ত কুটিল, কোথাও কোথাও অতিশয় সংকীর্ণ এবং প্রায় সর্ব্বস্থানেই বন্ধুর। এতাদৃশ পথের নাম গিরি-সঙ্কট। ভারতবর্ষের নৈর্ঋত ভাগে যে মলয় পর্ব্বত সমুদ্রের বেগ রোধ করিতেছে, তাহাতেও ঐরূপ অনেক গিরি-সঙ্কট আছে।

একদা তত্রত্য উপত্যকা বিশেষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি—কেহ বা পাদচারে কেহ বা অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। চতুর্দ্দিকৃস্থ পর্ব্বতীয় শিলা সকল উদ্ভিদ্-সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া, তাহারা সুস্নিগ্ধ সমীরণবাহী সন্ধ্যাকালের প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সূর্য্যাস্ত না হইতে হইতেই, উদগ্র গিরিশিখর-চ্ছায়ায় সেই কুটিল পথ একেবারে অন্ধ-তমসাবৃত হইতে লাগিল। অনতিদূর গমন না করিতে করিতেই, শৈল সমুদয়ের বিচ্ছেদভাগ অন্ধকারপূর্ণ হওয়াতে পথিকেরা আপনাদিগকে অভেদ্য-অসিতবর্ণ প্রাকার বেষ্টিতবৎ অবলোকন করিলেন। ঊর্দ্ধভাগে দৃশ্যমান সমুদায় নভোভাগ নক্ষত্রময় হইয়া শ্বেত কার্ম্মিক ঘটিত নীল চন্দ্রাতপ সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। শ্রুত আছে, সুগভীর কূপাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে দিবসেও গগনবিহারী নক্ষত্রগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পথিকেরা সন্ধ্যার প্রথমাবস্থাতেই, সেই গম্ভীর

পর্ব্বত-তল হইতে, তাদৃশ তারাচয় নিরীক্ষণ করিয়া, সেই কথা সপ্রমাণ করিলেন। সে যাহাহউক, গিরিতলস্থ নিবিড় অন্ধকার, নক্ষত্র-গণের মৃদুল-জ্যোতিঃ দ্বারা ভেদ্য হইবার নহে, অতএব পথিকেরা অতি সাবধানে পাদনিক্ষেপ করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যস্থ দিব্য গঠন ও বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রাবৃত যে শিবিকা ছিল, তদ্বাহকেরা, ঐ বন্ধুর পথে পাছে স্খলিতপদ হয়, এই জন্য সকলে বিলম্ব করিয়া যাইতেছিলেন। শিবিকা-বাহকগণের অস্পষ্ট শব্দ পরম্পরা, সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও রক্ষিবর্গের পরস্পর কথোপকথন এবং পথ-প্রদর্শকদিগের উচ্চস্বর, চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বত মধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে, যেন সহস্র সহস্র ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিয়া পথিকদিগের শব্দের অনু-করণ করিতেছে বোধ হইতে লাগিল।

এবম্প্রকারে যাইতে যাইতে পথিকেরা এমনি একটি সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হইলেন যে তাহাতে দুই জনও পাশাপাশি হইয়া

গমন করা কঠিন। কোন সময়ে ভূমিকম্প দ্বারা তথায় উভয় পার্শ্বে স্থূলোপল সমস্ত ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পথটিকে তাদৃশ অপ্রশস্ত করিয়া থাকিবে। শিবিকা-বাহকেরা সেই স্থানে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া অতি যত্নে শিবিকা নির্গমন করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। এইরূপে শিবিকা নির্গত হইবামাত্র হঠাৎ তদ্বাহকেরা কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ কর্ত্তৃক একেবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল এবং চকিতের ন্যায় কতিপয় বলবান পুরুষ তাহাদিগের স্কন্ধদেশ হইতে শিবিকা আচ্ছিন্দন করিয়া অতি ত্বরিত-গমনে প্রস্থান করিল। রক্ষিবর্গ ঐ আক্রমণ কোলাহল শুনিয়া শিবিকা রক্ষার্থে দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলে তাহাদিগের সন্মুখবর্ত্তী পুরুষ আক্রমণকারী জনৈকের শূলাগ্র বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ-পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার সেই ভয়ানক রোদন শব্দে পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যচয় ভয়ে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন

আক্রমণ-কারীদিগের মধ্যে একজন সুগম্ভীর স্বরে কহিল "এক পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই প্রাণ হারাইবে। যে যেখানে আছ স্থির হইয়া থাক, স্বল্পক্ষণেই নির্বিঘ্নে গমন করিতে দিব"। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি হাস্য করত কহিল "কখন দেখিয়াছ একটিমাত্র শাখামৃগ, ভিমরুল চাকের দ্বার রোধ করিয়া কেমন একটী একটী করিয়া সমুদায় ভৃঙ্গ বিনাশ করে?। বাহির হইবার চেষ্টা করিলে তোমাদিগেরও সেই দশা হইবে"। বন্দিবর্গের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিল "আমাদিগের শিবিকা কোথায়"? "শিবিকা যেথায় হউক সে কথার প্রয়োজন নাই—তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা তদারোহিণী কিশোরী কে. তাহা বিলক্ষণ জানি, অতএব তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভ্রমের ত্রুটি হইবে না। তিনি এই দুর্গম পথ-পরিশ্রমে অবশ্য শ্রান্তা হইয়াছেন, অত-এব একবার আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, হানি কি?। "হায়! আমরা প্রভুকে কি বলিব—তুমি কে"?। আমি যে হই.

"তোমারা বাদসাহকে কহিও তিনি যাহাকে পার্ব্বতীয় দস্যু বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহার আত্মজা সেই দস্যুরই করকবলিত হইয়াছেন"। এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই শিবিকা বাহীরা সেই সুপরিজ্ঞাত পথ দ্বারা অতি দূরে প্রস্থান করিল, এবং যিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনিও হঠাৎ শত্রু সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আরঞ্জেবের সৈন্যগণ বহির্গত হইয়া বাদসাহকে কি প্রকারে এই অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা বাদসাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি অতি ক্রূর-প্রকৃতি ছিলেন। কোন অননুভূতপূর্ব্ব দৈবনিবন্ধন বা দুর্ঘটনা কর্ত্তৃক যদি কোন প্রযুক্ত-কর্ম্মের ত্রুটি হইত তথাপি ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার স্বেচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটিয়া উঠিলেই ভৃত্যবর্গের প্রতি পরুষ দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বস্তুতঃ আরঞ্জেবও অন্যান্য নৃশংস-স্বভাব একাধিপতি রাজাদিগের ন্যায় একান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ছিলেন। ক্ষান্তি,

দয়া ও সমবেদনা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতেন না। অতএব তাহারা সকলে অক্ষত-শরীর থাকিতে তদ্রক্ষিতা রাজপুত্রী শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন এই সংবাদ লইয়া তাদৃশ প্রভুর সমীপগমনে সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পরে সকলে এক মত হইয়া পরামর্শ স্থির করিল যে বাদসাহকে কহিব হিন্দুজাতীয় শিবিকা বাহকেরাই দুষ্টতা করিয়া আমাদিগকে বিপথে আনয়ন করত দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর হস্তগত করিয়াছিল। বাদসাহের প্রথম ক্রোধোদ্যমে ইহারাই বিনষ্ট হইবে, আমরা সকলে রক্ষা পাইলে পাইতে পারি। আহা! প্রকৃতদর্শী পণ্ডিতেরা উত্তম কহিয়াছেন যে, অন্যে আমাদিগের সমক্ষে অপ্রিয় বাক্য পরিহারপূর্ব্বক যে, সর্ব্বদাই অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে তাহাও আমাদিগের দোষ। যেহেতু আপনারা ক্ষমাবান্ হইলে কাহার মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিবার প্রয়োজন থাকে না। সে যাহাহউক, সামন্তবর্গ এইরূপ স্থির করিয়া দুর্ভাগ্য বাহক বর্গকে রজ্জুবদ্ধ

করিয়া লইল, এবং যেখানে দিল্লীশ্বর আরঞ্জেব মাতুরা নগর সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করিয়া পরম প্রিয়তমা আত্মজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তথায় শীঘ্র গমনে উপনীত হইল। বাদসাহ স্বীয় দুহিতা সম্বন্ধীয় দুর্ঘটন ঘটনা শ্রবণমাত্র যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, সৈন্যগণের অনেক নিগ্রহ করিলেন, এবং দুরদৃষ্ট বাহকেরা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই যে শীঘ্র দণ্ডার্হ হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

এখানে শিবিকাপহারীরা বাদসাহ-পুত্রীর শিবিকা বহন করত নানা কুটিল পদবী উত্তীর্ণ হইয়া একটী পর্ব্বতীর দুর্গসমীপে উপনীত হইল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থান পর্ব্বতের অধিত্যকা, অতএব তারা এবং চন্দ্র কিরণে উপত্যকা অপেক্ষা শিথিলান্ধকার ছিল। তথায় কোন বিশেষ সঙ্কেত করিবামাত্র দুর্গস্থিত ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধ হইতে একটী দোলাযন্ত্র অবতারিত করিয়া দিল। নৃপাল-তনয়া বহুবিধ সম্মানপুরঃসর তাহার উপর আরোহণ করিতে আদিষ্ট হইলে

তিনি অগত্যা শিবিকা ত্যাগ করিয়া ঐ দোলাযন্ত্র অবলম্বন করত চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। দোলাযন্ত্র নারিকেলত্বঙ্ নির্ম্মিত কঠিন রজ্জু-সংযোগে নির্ব্বিঘ্নে শূন্যমার্গে উত্থিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলে ঐ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ প্রান্তে উত্তীর্ণ হইলে, দুর্গের কবাট উন্মুক্ত হইল, তখন সকলেই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

বাদসাহ কন্যার আবাস হেতু ঐ দুর্গমধ্যে যে গৃহটি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইলে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দিল্লীর রাজ-ভবনে যাদৃশ মহামূল্য গৃহোপ-করণ শোভাসামগ্রী পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এখানে তাহার কিছুই নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরই অসদ্ভাব ছিল না। রাজভবনে হেমপাত্র পরিপূর্ণ আতর গোলাপ মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সকল গৃহ আমোদিত করিত, এখানে অগুরু চন্দন ও অকৃত্রিম স্নিগ্ধ সুগন্ধি পুষ্পাদি তাঁহার সেবার্থে সমাহৃত হইয়াছিল। পিত্রালয়ে কাশ্মীরদেশ

প্রসূত সালের শয্যায় উপবিষ্ট হইতেন, এখানে স্থকোমল রোমশ-পশু চর্ম্মে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে অন্তঃপুর রক্ষিগণ সর্ব্বদা নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিত, এখানে তাদৃশ কিছুই দৃষ্ট হইল না।

তৎকালে বাদসাহ-পুত্রীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে যদি প্রধানা-স্থন্দরীদিগের মধ্যে গণ্য করিতে না পারা যায়, তথাপি অবশ্যই প্রশংসনীয়রূপা বলিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটী একটী করিয়া বিবেচনা করিলে রোসিনারার কোন কোন অবয়বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দোষ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু সদা স্থস্থশরীর এবং আনন্দযুক্ত অন্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ডলের যাদৃশ মনোহারিতা হয় নৃপদুহিতা সেই শোভাতেই জনগণের কমনীয়াছিলেন। পিতৃ-শত্রুর কবলিত হওয়াতেও তাঁহার সেই সৌন্দ-র্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি মনে মনে জানিতেন পিতা সকল সন্তান অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ করেন,

অতএব অচিরাৎ তাঁহার উদ্ধারার্থ যত্ন করি-
বেন, তাহার সন্দেহ নাই; এবং প্রবল প্রতাপ
আরঞ্জেব যত্ন করিলে কৃতকার্য্য হইবার অস-
ম্ভাবনা কি?। এই ভাবিয়া রোশিনারা
নিশ্চিন্ত-প্রায় ছিলেন। বরং মধ্যে মধ্যে এম-
নও মনে করিতেছিলেন, এই দুর্ব্বোধ দস্যুরা
পিতার সন্নিধানে বিপুল অর্থ পাইবার লোভেই
আমার শরীর আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু ইহা-
দিগের অর্থ লাভ হওয়া দূরে থাকুক, জাত-
ক্রোধ বাদসাহের সমক্ষে প্রাণ রক্ষা হওয়াও
ভার হইবে—আমি সেই সময়ে তাঁহার ক্রো-
ধোপশমের নিমিত্ত যত্ন করিয়া ইহাদিগের
মহাসম্ভ্রম-সূচক ব্যবহারের প্রত্যুপকার প্রদান
করিব। এইরূপে রোশিনারা অনুদ্বিগ্ন-মনা
হইয়া কিঞ্চিৎ উপযোগানন্তর রাত্রি যাপন
করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া
স্বীয় আবাস গৃহ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতেছেন,
ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে অতি
স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ফর্দ্দৌসি,' হাজেফ, সেখ

সাদি প্রভৃতি মহা কবিগনের পারস্থ ভাষায় বিরচিত রমণীয় কাব্য গ্রন্থ সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে। রোশিনারা বাল্যাবস্থায় স্বজাতীয় ভাষা পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। কাব্য পাঠ করিয়া তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সকল তাদৃশ স্থলে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অত্যন্ত চমৎকার জন্মিল। অতএব স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার ঐ সকল পুস্তক এবং কেবা সেই দুর্গস্বামী, জানিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কেহই তাঁহার কৌতূহল করিপূরণ করিল না। দাসীগণ কেহ বা মৌনাবলম্বী হইয়া রহিল, আর কেহ বা মাতঃ কেহ বা স্বামিনি অথবা কিশোরি ইত্যাদি সমর্য্যাদ সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিল "আমাদিগকে মার্জনা করুন—আমরা এই বিষয় কিছুই বলিতে পারিব না—কর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন—আমরা এইমাত্র বলিতে

পারি; তিনি তোমার মনোরঞ্জনার্থেই এই সকল পুস্তক এবং তোমার সেবার্থই আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন”। এই সকল কথায় বাদসাহ পুত্রীর কৌতূহল আরও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় উদ্ধারের জন্য যত উদ্বিগ্ন না হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি তাদৃশ ভাবসম্পন্ন কে, ইহা জানিবার জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইলেন।

এইরূপে তিন রাত্রি গত হইল, চতুর্থ দিবস প্রাতে দুর্গ মধ্যে বহু-জন-সমাগমের শব্দ কর্ণগোচর হইল, এবং দাস দাসীবর্গ চকিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। রোশিনারা এই সকল লক্ষণে অনুমান করিলেন দুর্গস্বামী আসিয়াছেন, অতএব শীঘ্রই তাঁহার সন্দর্শনলাভ করিব। এই স্থির করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন তাহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যহ যে সকল দাস দাসী তাঁহার পরিচর্য্যার্থ যাতায়াত করিত, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহই গৃহাভ্যন্তরালে আসিল

না। ক্রমে বেলা অধিক হইল, এবং বাদসাহ-পুত্রী অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্তা হইয়া আহারে অনিচ্ছা খ্যাপন, পরিচারিকাদিগের প্রতি বৈরক্তী প্রকাশ, এবং মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অশ্রু বিনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ, অথবা আপনাকে দুর্গ-স্বামীর অবজ্ঞেয় বোধ তাহা নির্ণীত হয় নাই—তাহা ভাবুক জনেরই নির্দ্ধার্য্য।

এমত সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতি দীর্ঘছন্দ, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষঃ, বিশাল গ্রীবা এবং আজানু লম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমুদায় বীর-লক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্রা, বোধ হয় যেন তদ্দৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সকল বস্তুর অভ্যন্তরেই প্রবেশ করণে সক্ষম। কোন মহা কবি কহিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় মস্তিষ্কের

অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া অন্যান্য অবয়ব এবং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বভাব-জ্ঞাপক হয়। কারণ যাহাহউক, ফল সত্য বটে তাহা নিসঃ-ন্দেহ। ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় দেখি-লেই অতি প্রখর বুদ্ধি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত। যাহার প্রতি সেই দৃষ্টিপাত হইত তিনি বুঝিতেন, এই ব্যক্তি আমার সমুদায় গূঢ় অন্তঃকরণ-বৃত্তি পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, অতএব কেহই তাঁহার নয়নের সহিত নিজ নেত্রের সঙ্গতি করণে সাহস করিত না। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই কেবল অধৃষ্যতার লক্ষণ ছিল। নচেৎ আর সর্ব্ব-মুখাবয়ব মাধুর্য্যভাব প্রকাশক এবং যথা-বিন্যস্ত প্রযুক্ত সুদৃশ্য ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ। ফলতঃ পুরুষ-শরীর বলবিক্রম প্রকাশক না হইলে সম্পূর্ণরূপে সুশোভন হয় না। ঐ শরীরে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। উহা অপরিসীম বীর্য্যবান্ হইয়াও একান্ত কর্কশ অথবা অকোমল বলিয়া অনুভব হয় নাই।

তাদৃশ ব্যক্তি হঠাৎ বাদসাহ পুত্রীর সম্মু-

খীন হইয়া ঈষদবনত-মস্তকে অভিবাদন করত নিজ বক্ষে বাহুবিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহ-পুত্রী তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন বোধ হয় না। যাহাহউক, আগন্তুক তাঁহার প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টি সহকারে মৌনাবলম্বনে রহিলেন দেখিয়া রোসিনারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কোন্ ব্যক্তি আমাকে এইরূপ আতিথ্য স্বীকার করাইতেছেন আপনি বলিতে পারেন"?। আগন্তুক উত্তর করিলেন 'শিবজী'। রোশিনার কহিলোন "আমি দিল্লীশ্বর আরঙ্গেবের কন্যা, কি জন্য এবং কোন্ সাহসেই বা শিবজী আমার গমনের ব্যাঘাত করিয়া এই দুর্গ মধ্যে আনয়ন করিলেন"?। "আপনি বাদসাহ-পুত্রী তাহা অপরিজ্ঞাত নহে—এবং শিবজী বাদসাহের সহিত স্থির সৌহার্দ্দ এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তদ্দুহিতাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন"। "একি অসঙ্গত কথা! তৈমুর বংশসম্ভূত দিল্লীশ্বরের সহিত পর্ব্বতীয়

দস্যুর সম্বন্ধ নিবন্ধন”! শিবজী, কিঞ্চিৎ ক্ষণ নতশিরঃ থাকিয়া মুখোত্তোলন পুরঃসর উত্তর করিলেন। “আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ কহিবেন আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ আমি দস্যুবৃত্তি নহি। এই পর্ব্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা। যদি বলেন আমার বংশ মর্য্যাদা এরূপ নহে যে তৈমুরলঙ্গ বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ যোগ্য হই, তাহার উত্তর এই, যে তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্ত-বিশ্রুত-নাম হইয়াছেন তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্র গুণে প্রধান নহেন? আমি এই পর্ব্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান্ নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্ত্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি.

যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে। সে যাহাহউক, আপনি এক্ষণে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে থাকুন। কেবল মাত্র এই দুর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, নয়চেৎ আর আর সর্ব্ব বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহারের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। আমি এক্ষণে প্রত্যহ এক একবার সাক্ষাৎকার মাত্র প্রার্থনা করি। বোধ হয় কালে আমাকে দস্যু অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে বিদায় হই"।

এই বলিয়া শিবজী অতি মধুর হাস্য-মুখে বাদসাহ-পুত্রীর প্রতি স্নিগ্ধ-দৃষ্টি করত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অস্মদ্দেশে 'মোগল পাঠান' নামক একটী যুদ্ধানুকরণ ক্রীড়া প্রচলিত আছে, সকলেই জানেন। কিন্তু যাহাদের ইতিহাস পাঠ করা নাই তাঁহারা জানেন না যে, ঐ ক্রীড়াটি দুই প্রবল মুসলমান জাতির পূর্ব্বকালীন বাস্তবিক বৈরিতার প্রকাশক। ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথমে সিন্ধু-নদের পশ্চিমাঞ্চলবাসী পাঠান জাতীয় মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত হয়। তাহারা অগ্রে ইহার উত্তরাংশ পরে দক্ষিণ ভাগ জয়-লব্ধ করে। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য বহুকাল একচ্ছত্রে থাকিবার নহে। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চল অতি শীঘ্রই স্বতন্ত্র ভূপাল বংশের অধিকৃত হইল। ইহারই কিছুকাল পরে হিমালয়ের উত্তরাংশ-নিবাসী মোগল জাতীয়েরা আসিয়া দিল্লীস্থ পাঠান বাদসাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিল। কিন্তু দক্ষিণ দেশের পাঠান রাজারা বহুকাল স্বাধীন ছিলেন। প্রবল প্রতাপ

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগের দিন দিন বল হীন হইতে লাগিল, তথাপি উহাদের রাজধানী বিজয়পুর কখন সর্ব্বতোভাবে শত্রুগ্রস্ত হয় নাই।

এতাদৃশ সময়েই শিবজীর জন্ম গ্রহণ হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অসামান্য বুদ্ধি সহকারে কখন বা মোগলদিগের সহায়তা করিয়া কখন বা পাঠানদিগের পক্ষ হইয়া, আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন বিধর্ম্মি মুসলমানদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার স্থির সখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি জানিতেন যে, এক জাতীয় রাজারা যে সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার শেষে সন্ধি-বন্ধন হইয়া সমুদায় বিবাদ নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু যেখানে জাতিবিশেষ প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর জাতীয়দিগের পরম প্রিয়তর ধন ধর্ম্ম বিনাশে যত্নশীল হয় সেখানে আর সন্ধির কথা থাকে না। সেখানে যত কাল

একের সম্পূর্ণ তেজোহ্রাস, অথবা সমূল সংহার না হয় তাবদ্দিন সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকে। শিবজী এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাদৃশ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু চতুরতা অপেক্ষাও তিনি যে সকল নিয়ম-নিবন্ধন এবং সৈন্য-শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় করেন, তদ্দ্বারা অধিক কার্য্য সাধন হয়। তাঁহার পৈতৃক অধিকার পুনা প্রদেশে অতি সবল-শরীর এবং প্রভুপরায়ণ এক প্রকার সঙ্কর জাতি নিবাস করিত। শিবজী সেই সকল লোককে সুশিক্ষা-সম্পন্ন করিয়া খড়গ এবং মল্ল-যুদ্ধ-বিশারদ ' মাওলী ' নামক পদাতি সৈন্য প্রস্তুত করেন। আর অনতিদূরবর্ত্তী বরণা, রেবা ও ভীমা প্রভৃতি নদীকূলে এক প্রকার খর্ব্ব-গঠন বীর্য্যবান্ অশ্বজাতি প্রসূত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সেই সকল স্থান স্বধিকার সম্ভূক্ত করিয়া ' বর্গী ' নামক উত্তম অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করেন। অপরন্তু পরশুরাম-ক্ষেত্র (যাহাকে কঙ্কন দেশ বলে)

জয়-লব্ধ হইলে তত্রত্য নিকৃষ্ট জাতীয় অনেককে সৈন্য সম্ভূক্ত করিয়া গোলন্দাজ এবং ধানুস্ক প্রস্তুত করত পদাতিদিগকে 'হিতকরী' এবং অশ্বারোহী সকলকে 'সিলিদার' আখ্যা প্রদান করেন। আর তথাকার যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সৈন্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া—কখন সন্ন্যাসী কখন গণক এবং কখন বা ফকীর অথবা ঐন্দ্রজালিক ইত্যাদি বেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎস্থলের সমুদায় রহস্য সন্ধান আনিয়া শিবজীর কর্ণগোচর করিত। এই সকল চর 'যাসু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ যাসুদিগের সহায়তার শিবজী নানা সঙ্কট উত্তরণ এবং বিবিধ প্রকারে শত্রুদ্রোহ করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারাই দিল্লীশ্বর-কন্যার পিতৃ সন্নিধানে আগমণ বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে, এবং সেই সংবাদ পাইয়াই তিনি রোসিনারাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হরণ করিয়া আনেন।

শিবজী বাদসাহ পুত্রীকে হরণ করিয়া

যে দুর্গ মধ্যে আনয়ন করেন, তাহা দুর্লঙ্ঘ্য। তথায় শত জন সাহসী ব্যক্তি মিলিত হইলে দশসহস্র বিপক্ষ সেনাকে পরাভব করিতে পারে। বিশেষতঃ তাহার পথ শিবজীর নিজ অনুচর ব্যতীত আর প্রায় কাহারও জ্ঞাত নহে, সুতরাং তথায় রাজ-পুত্রীকে আনিয়া তিনি তদপগমন বিষয়ে এককালে নিঃশঙ্ক হইয়াছিলেন।

রোসিনারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্য্যভাবে বশীভূতা হইলেন। তিনি এক দিনের জন্যও শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন এমত অনুভব করিতে পারেন নাই। যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুতঃ পিত্রালয়ে যেরূপ সর্ব্বদা গৃহ-পিঞ্জর-নিরুদ্ধা থাকিতেন, ঐখানে তদপেক্ষা অনেক গুণে স্বাধীনা হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যহ এক এক বার করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কথোপকথন কালে অতি সরল মনে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং

ভবিষ্যৎ কল্পনা সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিতেন। সেই সকল আশ্চর্য্য বিবরণ এবং মহতী মন্ত্রণা সমুদায় পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে বাদসাহ-পুত্রী ক্রমে ক্রমে সেই বীর পুরুষের সহিত মিলিত-জীবন হওয়া প্রার্থনীয় বোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই শুনিয়া এমত অনুমান করিবেন যে সুবুদ্ধি শিবজী কেবল কৌশল দ্বারা রোসিনারার মনোহর করিলেন, তাঁহারা মনুষ্য প্রকৃতির বাস্তবিক রহস্যানুসন্ধায়ী নহেন। সত্য বটে, যখন শিবজী আরঙ্গেব কন্যাকে উপত্যকা মধ্য হইতে হরণ করিয়া আনেন, তখন শত্রুদ্রোহ মাত্র তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তিনি অদৃষ্ট-পূর্ব্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নব কিশোরীর হৃদয়াকর্ষণে এমত ঝটিতি সক্ষম হইলেন। মনুষ্যেরা যতই কেন কৌশল অবলম্বন করুন্ না, এবং ঐ কৌশলকে যতই

কেন কার্য্যক্ষম বোধ করুন্ না, ফলতঃ তদ্দারা অকাল্পনিক প্রীতিলাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। রোসিনারা স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন যে, মিষ্ট কথা সুসামাজিকতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, অলঙ্কারাদি উপঢৌকন প্রদান কেবল বদান্যতা হইতেও জন্মে, কিন্তু যে নায়ক নানা কার্য্য-ব্যাপৃত হইয়াও নিজ সময় দানে পরাঙ্মুখ নহেন, তিনি বাস্তবিক স্নেহভাব-সম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। শিবজী প্রত্যহ যে সকল মন্ত্রণা করিতেন তাহা ব্যক্ত করিয়া রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন, এবং পর-দিবস, পূর্ব্বদিন কিরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আবার নূতন নূতন মন্ত্রণা স্থির করিয়া যাই-তেন। অতএব বাদসাহ-পুত্রী আপনাকে তাঁহার একান্ত বিশ্বাস এবং প্রীতি-ভাজন বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত একমত হইবেন আশ্চর্য্য নহে।

এই সময়ে আবার এমত একটী ঘটনা

উপস্থিত হয়, যৎকর্ত্তৃক বাদসাহ কন্যার মন শিবজীর নিতান্ত বশীভূত হইল। রোসিনারা প্রত্যহ বৈকালে বিমল-পর্ব্বত-বায়ু সেবনার্থ দুর্গ প্রাকারে গমন করিতেন। একদা ঐ সময়ে কোন সৈন্যাধ্যক্ষের নয়ন গোচর হয়েন। সেনানী তাঁহার লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তৎসমীপে স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এবং সেই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহ পুত্রীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন। শিবজী সেই সময়ে কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনান্তর এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোসিনারার নিকট গমন পূর্ব্বক তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় বিদিত হইলেন, এবং অবিলম্বে দুর্গরক্ষী তাবৎ ব্যক্তিকে স্বসমীপে আহ্বান করিয়া উক্ত সেনানীর সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিলেন, "তুমি অদ্য অতি জঘন্য কর্ম্ম করিয়াছ, দুর্ব্বলদিগের রক্ষা করাই যোদ্ধাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের পীড়ন করা বীর পুরুষের কর্ম্ম নহে, তুমি যে স্ত্রীলোকের অপমান

করিয়াছ আমাকেই তাহার রক্ষিতা বলিয়া জান, এবং এইক্ষণে অস্ত্রধারী হইয়া আমার সহিত দ্বৈরথ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।” এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সর্ব্ব সমক্ষে অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যে এক একটী কর্ম্ম করেন, তাহার নানা ফল হয়, অস্মদাদির শত কার্য্যও একটী অভিপ্রেত সাধনে সমর্থ হয় না। দেখ, শিবজী রাজ-শক্তি অবলম্বন দ্বারা অনায়াসেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ বলবান্ পুরুষের সহিত দ্বন্দ সংগ্রামে প্রাণ-পণ করাতে একেবারে বাদসাহ-পুত্রীকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ এবং নিজ অনুচর বন্ধুবর্গকে বিশিষ্ট ভক্তিভাজন করা হইল।

পরে শিবজী এবং সেনানী উভয়ে সমান রূপ অস্ত্রধারণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন, উভয়েই এক সময়ে স্ব স্ব কৃপাণ কোষ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, উভয়ে উভয়ের প্রতি বদ্ধ-দৃষ্টি হইলেন; এবং উভয়েই একো-

দ্যমে পৃথ্বী, আকাশ, পর্ব্বত প্রভৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া যেন সকলের স্থানে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ কহিলেন। ক্রমে তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে পরস্পর নিকটাগত হইতে লাগিলেন। হঠাৎ শিবজী শ্যেনবৎ বেগে উল্লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সেনানীর ঢালে আপন ঢালের দৃঢ় প্রহার করত সেই উদ্যমেই তাহার প্রতি খড়্গ প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ ব্যর্থ হইল না। সেনানীর স্কন্ধদেশ হইতে শোণিত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আক্রমণেও ঐরূপ হইল। প্রতিপক্ষ এই রূপে দুই বার আহত হইলে ব্যথিত-মর্ম্ম হইয়া মহা ক্রোধ সহকারে মহারাষ্ট্রপতির প্রতি আক্রমণ করিল। সেনানী শিবজী অপেক্ষা শিক্ষা এবং বিক্রমে ন্যূন ছিল বটে, কিন্তু শারীরিক বলে এবং দৈর্ঘ্যতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। অতএব তাহার বিক্রান্ত ভুজবলে পরিচালিত তীক্ষ্ণধার অসি প্রহার হইলে শিবজী তৎক্ষণাৎ ছিন্ন শীর্ষ হইতেন। কিন্তু তিনি নিজ ফলক দ্বারা সেই

খড়্গবেগ নিবারণ করিয়া রক্ষা পাইলেন। রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ আঘাতে তাঁহার ফলক একেবারে দ্বিধা হইয়া গেল। শিবজী ব্যর্থ চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণে বিপক্ষের প্রতি আক্রমণ, ক্ষণে দূরে পলায়ন, কখন শত্রুর দক্ষিণ ভাগে, কখন বামে, এই তাহার সম্মুখে আবার নিমেষ মধ্যেই পশ্চাতে, এইরূপে হুহুঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করাতে, শত্রু অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ক্রমশঃ শোণিত প্রস্রবণে নিতান্ত হীন-বল হইয়া দণ্ডায়মান হইল। শিবজীও তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, এবং সেনানী সেই আঘাতেই আর্ত্তনাদ সহকারে ভূতল-শায়ী হইল।

মহারাষ্ট্রপতি এই প্রকারে লব্ধ-বিজয় হইলেন বটে, কিন্তু আপনিও সম্পূর্ণ অক্ষত-দেহ ছিলেন না। সেনানীর দারুণ প্রহারে কেবল তাঁহার ফলকই ভিন্ন হইয়াছিল এমত নহে। খড়্গটা ঢাল ভেদ করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রীভাবে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হওয়াতে

তথাকার অস্থি ভগ্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য অধিক শোণিত পাত হয় নাই। কিন্তু আন্তরিক পীড়ার পরিসীমা ছিল না। তথাপি ক্লেশ-সহিষ্ণু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জনের কি মানসিক বল! শিবজী যুদ্ধ কালে অথবা তদবসানে তিলার্দ্ধেও কাতরতা প্রকাশ করিলেন না। সেনানীর মৃতবৎ দেহ রজ্জুবদ্ধ করিয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অম্লান মুখে সকলকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে কহিয়া পরে নিজ আবাস গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু অল্প ক্ষণেই প্রচার হইল মহারাষ্ট্রপতি যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। এই দুঃসমাচার রোশিনারার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়া একজন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শীঘ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিয়া শিবজীর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় কোমল কর অর্পণ করিবামাত্র শিবজী উন্মীলিত নেত্র এবং সহাস্য

মুখ হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রো-
সিনারা বাক্যদ্বারা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন
না। কিন্তু শিবজী তাঁহার জিজ্ঞাসু নয়ন
দ্বয়কে আশ্বাস বাক্যে উত্তর করিলেন "শস্ত্র
ব্যবহারী মাত্রেরই এইরূপ হইবার সম্ভাবনা,
কিন্তু তোমাকে আমার নিমিত্ত কাতর দেখিয়া
এমত সুখ হইতেছে যে তজ্জন্য এমত বেদনা
শত শত বার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অনুমান
হয়"। রোসিনারা ঈষল্লজ্জান্বিতা হইয়া
এইমাত্র উত্তর করিলেন "আমিই এই অনর্থের
মূল"। এই বলিয়া তিনি মহারাষ্ট্রপতির
গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মনে
মনে স্থির করিলেন ইনি যে পর্য্যন্ত সুস্থ না
হয়েন তাবৎকাল সেবা করিয়া এই কৃতজ্ঞতা
ঋণ পরিশোধের যত্ন করিব। আহা! স্ত্রী-
লোকেরা কি মনুজগণের দুঃখ দূর করণার্থই
সৃষ্ট হইয়াছেন! তাঁহারা সম্পদ এবং সুখ
সময়ে যেরূপ হউন, কিন্তু প্রিয় জনের দুঃখ
উপস্থিত হইলে আর অন্যভাব থাকে না।
বিশেষতঃ রোগীর সেবায় সহিষ্ণু-প্রকৃতি

স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার নিপুণ এবং মনোযোগী পুরুষেরা কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। কে না দেখিয়াছেন, মাতা নিজ পীড়িত শিশুকে ক্রোড়ে শয়ান করাইয়া আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক কেবল তাহার মুখার্পিত নয়নেই দিবারাত্রি যাপন করেন?—কোন্ ব্যক্তি রোগ-সন্তপ্ত হইয়া নিজ সহোদরাদিগের অন্তঃকরণে ভ্রাতৃবাৎসল্য ভাবের অনুভব না করিয়াছেন?—আর কে বা তাদৃশ দুঃসময়ে নিজ প্রণয়িনীর কোমল করস্পর্শ সুখানুভব করত আপনাকে বিগত-ক্লেশবৎ দর্শাইয়া প্রিয়তমার অন্তঃকরণের দুঃখভার মোচন করিবার যত্ন না করিয়াছেন?—অপিচ, কন্যা পুত্রবন্ত কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার কোন্ সন্ততিগণের কাকলীস্বর অধিকতর মধুর হয়? কাহারদিগের মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপ একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায়? আর কাহারা ধৃষ্টস্বভাব ভ্রাতৃবর্গকে সান্ত্বনা করিয়া রাখে? অতএব আশৈশব মৃদুস্বভাব স্ত্রীজাতিই পীড়িত জনের প্রতি বিশিষ্ট সমবেদনা খ্যাপন

করেন। ইটি তাঁহাদিগের একটি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রায় বোধ হয়। দেখ বাদসাহ-পুত্রী রোসিনারা কখন কাহার সেবা সুশ্রূষা করেন নাই। তথাপি স্বইচ্ছায় শিবজীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার ক্লেশ নিবারণার্থ নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রম সম্পূর্ণই সফল হইল। শিবজী কতিপয় দিবস মধ্যেই স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। আর তাঁহার এই একটি অধিক লাভ হইল রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করত তাঁহার সহিত মিলিত-মন এবং বদ্ধ-প্রণয় হইলেন। না হইবেন কেন? যেমন স্বুবর্ণ-খণ্ডদ্বয় অগ্নি তাপে উত্তপ্ত হইলে সহজেই সংযুক্ত হয় তেমনি মনুজদিগের মনও দুঃখ-পরিতপ্ত হইলে শীঘ্র বদ্ধ-সৌহার্দ্দ হইয়া থাকে। অতএব মহারাষ্ট্রপতি একদা অনুরোধ করিলে তৎপত্নীত্ব স্বীকার করণে তখন তাঁহার যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা তিনি একটি পারশ্য কবিতার অর্থ করিয়া প্রকাশ করিলেন "গুরুজনের অসম্মত কর্ম্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ

নহে” কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভ-য়েই সুখী হই”।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে মহারাষ্ট্র সেনানী শিবজী কর্ত্তৃক আহত এবং পরাভূত হইয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত হইয়াছিলেন তিনি সম্পূর্ণ প্রাণ সম্বন্ধ বর্জ্জিত হয়েন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নিজ শিরস্ত্রাণ বস্ত্র ছিন্ন করত ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষতভাগ বন্ধন করিলেন। এবং তদ্দ্বারা শোণিত প্রস্রবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেই রাত্রি যে তাঁহার জীবদ্দশায় যাপন হইবে এমত কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। মলয় পর্ব্বত বহু হিংস্রজন্তুর আবাস, বিশেষতঃ তথায় ব্যাঘ্র এবং সর্পভয়, বঙ্গদেশীয় সুন্দর বনের অপেক্ষা ন্যূন নহে। কিন্তু দৈবাধীন

সেই রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে প্রভাত হইল। পরন্তু পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষাও তাহার শরীর অধিকতর ব্যথিত দুর্ব্বল ও তৃষ্ণায় শুষ্ক-কণ্ঠতালু হইয়াছিল। পিপাসার পীড়ায় কাতর হইয়া সেনানী ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ নির্ঝর পার্শ্বে গমন করিয়া সেই পবিত্র বারি পান দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ করিলেন। এবং পুনরায় নিতান্ত দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তথায় নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন। সেই দিবা এবং রাত্রি এই রূপে গত হইল। কিন্তু পরদিন অনেক সুস্থ এবং সবল হইলেন। তিনি যেরূপ আহত হইয়াছিলেন মদ্যমাংস ভূক্ হইলে অবশ্যই মৃত্যু কবলিত হইতেন। কিন্তু শিবজীর প্রায় সকল সৈন্যই শিব-পরায়ণ ছিল, মদ্যমাংস ভোজন করিত না, অথচ তাহারা কখন পরিশ্রম-বিমুখ বা অধ্যবসায়-বিহীন হয় নাই। যাহা হউক, সেনানী দিন দিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বন্য-ফল ভোজন এবং সেই নির্ঝর অম্বুপান দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ এইরূপে গত হইলে, তিনি

ক্রমে অতি মৃদু গমনে স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করত প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পরে সমুদায় পর্ব্বতীয় পথ উত্তীর্ণ হইলে আরঙ্গেব বাদসাহের কোন সেনানীরস্কন্দাবার তাহার দৃষ্টি গোচর হইল। দুর্ব্বুদ্ধি মহারাষ্ট্র সেই শিবির সন্নিহিত হইয়া প্রহরীগণকে কহিল তোমরা আমাকে সেনানীর সমীপস্থ কর, আমি শিবজীকে ধৃত করিবার উপায় বলিয়া দিব। শিবির-রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাদর করিয়া সেনাপতির নিকটা-নয়ন করিল। মুসলমান সৈন্যপতি তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "রে মহারাষ্ট্র! তোর বেশভূষায় দেখিতেছি তুই শিবজীর অনুচর হইবি অতএব কি প্রয়োজনে এই সৈন্য মধ্যে আসিয়াছিস্ বল্?" মহারাষ্ট্র আপন শরীরের ক্ষতভাগ সকল দেখাইয়া কহিল "যে দুরাত্মা এক্ষণে মহারাষ্ট্রপতি নাম-ধেয় হইয়াছে সেই আমার এই দশা করিয়াছে এই সকলের শোধ দেওয়াই আমার এখানে আসিবার তাৎপর্য্য।" "কিন্তু তোর কথায়

আমার বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা কি? যে স্বজনের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত, শত্রুর বিশ্বাস-হন্তা হইতে তাহার কতক্ষণ"?। মহা-রাষ্ট্র কিঞ্চিৎ ক্রোধ করিয়া উত্তর করিল "যদি আমার দ্বারা স্বকার্য্য সাধনে আপনার এতই অনিচ্ছা হয়, তবে অন্য কোন মুসলমান সেনা-পতির নিকট যাই।" এই বলিয়া গমনো-দ্যম করিলে বাদসাহের সেনাপতি ভাবিলেন এই ব্যক্তির আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণই বোধ হইতেছে যে, শিবজী কর্ত্তৃক আহত হইয়া ক্রোধ পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আসিয়াছে। যদি অন্য কেহ ইহার সহায়তায় এই যুদ্ধে কৃত-কার্য্য হয় তবে তাহারই সম্পূর্ণ যশোলাভ হইবে। অতএব ইহাকে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলাম, যদি কোন প্রকারে সেই দস্যুকে আমার হস্ত-গত করিতে পার তবে যথোচিত পুরস্কার করিব।" মহারাষ্ট্র কহিল, "আমার অন্য

পুরস্কারে প্রয়োজন নাই। আমি অর্থ লোভে জন্ম-ভূমির অপকারে প্রবৃত্ত নহি। কেবল সেই দুরাত্মার শোণিত দর্শন করিতে চাহি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার সেই মানস সিদ্ধ না হয় তাবৎকাল বাদসাহের পক্ষ হইলাম।” মুসলমান সেনানী এই কথায় কিঞ্চিৎ চমৎকৃত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে সকল জাতিরই অভ্যুদয় কালে তত্তৎ জাতীয় জনগণের ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবল হয়। এমন কি, সেই জাতীয় অতি নিকৃষ্ট-তামস-প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদিগেরও সেই রূপ হইয়াছিল। এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি লোকান্তর গত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের উপরে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহারা সমুদায় ভারত রাজ্যকে কখন স্বদেশ বলিয়া বোধ করে নাই বটে। কারণ এই বিস্তীর্ণ দেশ নানাপ্রকার লোকের আবাস। এদেশীয়গণের ব্যবহার,

ভাষা, বৃত্তি সকলই পরস্পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সেই জন্য যখন যখন মহারাষ্ট্রিয়েরা নিজ মহারাষ্ট্র খণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যা-চারের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা বাস্তবিক স্বদেশ বৎসল ছিল। দেখ ঐ দুষ্ট মহারাষ্ট্র সেনানী স্বদোষে দণ্ডিত হইয়া প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্ম্মি শত্রুর স্থানে ভৃতি স্বীকার করিল না। তাহার তেজো-গর্ভ-বাক্যে মুসলমান সৈন্যপতি বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শীঘ্র ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন "আমার পুরস্কার গ্রহণ কর বা না কর, তুমি কি উপায়ে শিবজীকে আমার হস্ত-গত করিবে বল"?। মহারাষ্ট্র উত্তর করিল "এক্ষণে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমি সুস্থ এবং সবল হই। পরে আমার সমভিব্যাহারে দুই শত উত্তম সৈন্য দিবেন। আমি অন্যের অবিদিত পথ দ্বারা তাহাদিগকে শিবজীর আবাসে লইয়া যাইব।

পরন্তু আপনি অস্ত্র ধারণ করিতে না পারিলে অন্যের নিকট গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিব না। তিনি যেমন আমাকে দ্বৈরথ্য-যুদ্ধে আহত করিয়াছেন আমিও স্বহস্তে তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে চাহি”। মুসলমান জাতীয়েরা স্বভাবতই জাল্ম তাহাতে অবজ্ঞেয় হিন্দুর প্রমুখাৎ তাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি?। পরন্তু মুসলমান সৈন্যপতি তৎকালে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনাভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তির যথাযোগ্য সেবা এবং চিকিৎসার্থ ভৃত্য ও ভিষক্ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্র অতি গুপ্তভাবে তাঁহার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুসলমান সেনানী স্বয়ং শিবজীকে ধৃত করিবেন এই মানসে নিজ বাদসাহকেও এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন না।

আরঙ্গেব কোন প্রকারে শিবজীর অনুসন্ধান বা আত্মজার উদ্ধারে সমর্থ না হইয়া কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়াতে নিজ রাজধানীতে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু যাইবার কালীন তাঁহার যে সেনাপতির নিকট মহারাষ্ট্র সেনানী বাস করিতেছেন তাহারই নিকট কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া আদেশ করিয়া গেলেন শীঘ্র পর্ব্বতীয়-যুদ্ধ-নিপুণ জয়পুর প্রদেশাধিপতি রাজা জয় সিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিবেন, যাবৎকাল তিনি না আইসেন তত-দিন কোন বিশেষ চেষ্টা না করেন। এদিকে শিবজী ঐ সুযোগে অনেক পর্ব্বতীয় দুর্গ নিজ অধিকার সম্ভুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে শত্রু সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া আপন বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুদ্ধ-নীতি চিরকাল এই-রূপ ছিল। বিপক্ষকে প্রবল দেখিলে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ সকলের শরণ লইতেন, আর তাহাদিগকে ক্ষীণবল দেখিলে নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন।

এইরূপে কিছু দিন গত হইল। একদা মহারাষ্ট্রপতি নিজ দুর্গ প্রাকারোপরি বায়ু সেবন করিতেছেন এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন এক জন নিম্ন ভাগ হইতে দুর্গে

আসিবার নিরূপিত সঙ্কেত করিল এবং সঙ্কে-
তানুসারে দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক রজ্জু নিক্ষিপ্ত
হইল। ঐ ব্যক্তি তদবলম্বনে দুর্গে প্রবেশ
করিলে সকলে মৃত সেনানীকে পুনর্জীবিত
দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেনানী তৎ-
ক্ষণাৎ শিবজীর সমীপস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণি-
পাত সহকারে কহিল, "সাক্ষাৎ শিবাবতার,
শিবজীর জয়! এই অধীনকৃত অপরাধ
সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে আপন
কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক"। শিবজী
ঐ সেনানীর প্রতি পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্নেহ করি-
তেন, এবং তাহার অপরিসীম বীর্য্য এবং
সাহসিকতাগুণে তদ্দারা তাঁহার অনেকানেক
কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব সে তাঁহার
হস্তে একেবারে প্রাণ বর্জ্জিত হয় নাই দেখিয়া
মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন
"তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ
করিতে হইলে তোমার মুখ দর্শন করাও
অযোগ্য, কিন্তু কেবল আমার প্রতি অত্যাচার
করিয়াছে বলিয়া যে কোন মহারাষ্ট্র স্বদেশের

স্বাধীনতা সাধনে নিবৃত্ত থাকিবে আমার এমন অভিপ্রায় নহে—অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, কল্য প্রাতে বিবেচনা করিয়া তোমাকে দুর্গান্তরে নিযুক্ত করিব"। সেনানী অবনত-শিরাঃ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রি দুই প্রহর সময়ে ঐ দুরাত্মা আপনার নির্দ্দিষ্ট নিলয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গ প্রাকারোপরি আরূঢ় হইল। জনৈক প্রহরী সেই স্থান রক্ষা করিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেনানী কহিল ভাই রে! অনেক দিন তোমাদিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আর কল্য প্রাতেই এখান হইতে যাইতে হইবে, অতএব ভাবিলাম যদি কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় কথা বার্ত্তায় রাত্রি যাপন করিব"। এইরূপ সরল ভাষায় প্রহরীর প্রতীতি জন্মাইয়া দুষ্ট ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং হঠাৎ তাহার পাদদ্বয় আকর্ষণ করত তাহাকে একেবারে দুর্গের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিল। প্রহরী সেই উন্নত স্থল হইতে

অন্যূন দুই শত হস্ত নিম্নে নিপতিত হইয়া একেবারে চূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ হইল। বিশ্বাস-ঘাতক তখন নিরুদ্ধবেগে অঙ্গাবরণের অন্তর হইতে একটি দীর্ঘ রজ্জু বাহির করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সেই রজ্জুদ্বারা একজন বলবান মোগল যোদ্ধাকে উন্নত করিল। সেই ব্যক্তির স্থানেও ঐরূপ একটি রজ্জু ছিল। উভয়ে স্ব স্ব রজ্জু সংযোগে আর দুই জনকে দুর্গে আনয়ন করিল। এইরূপে মুহূর্ত্তেক মধ্যে শতাধিক বিপক্ষ সেনা শিবজীর দুর্গান্তরালে প্রবিষ্ট হইল।

মহারাষ্ট্র সেনানীর মানস ছিল কোন গোলমাল না করিয়া শিবজীর গৃহে প্রবেশ করত স্বহস্তে তাঁহাকে হনন করে। কিন্তু মোগল সৈন্যেরা ক্রমশঃ আপনাদিগের বর্দ্ধিত-বল বুঝিয়া সাবধানতা-চ্যুত হওয়াতে দুর্গ রক্ষিগণ অনেকে জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের একজন ঊর্দ্ধশ্বাসে মহারাষ্ট্রপতির গৃহদ্বারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল মহারাজ! শত্রু সেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, উপায়

করুন্”। শিবজী তৎক্ষণাৎ নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে বাহির হইয়া কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই নিশীথ সময়ে মহারাষ্ট্র ভট সকলের ‘হর! হর! ভবানী’! এবং মোগল সেনার ‘আল্লাঃ আকবার’! এইরূপ যোধ-রাব পুনঃ পুনঃ গগণ বিদীর্ণ হইয়া উত্থিত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়রা দুর্গের পথ সকল উত্তম জানিত বলিয়া হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াও অতি উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মোগলেরা অন্ধকারে অপরিজ্ঞাত স্থানে তাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী কতিপয় পর্ণ এবং তৃণ কুটীরে অগ্নিদান করিল। শিবজী দেখিলেন যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা নাই। অতএব সত্বর-গমনে বাদসাহ-পুত্রীর গৃহে আগমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তোমার পিতৃ-সৈন্যে আমার দুর্গ অধিকার করিল—তোমার কোন বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি ধৃত হইলে অবশ্যই বধ্য হইব”। রোশিনারা ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া

কহিলেন, "যদি কোন উপায় থাকে, নিমেষ-মাত্র বিলম্ব করিও না, পলায়ন কর, আর কখন যদি পুনর্ব্বার মিলিত হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাকি তোমারই রহিলাম জানিও"। এদিগে মোগলদিগের জয়ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সুতরাং আর বিলম্বের অবকাশ নাই, শিবজী শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দুর্গের এক প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন।

দুর্গের সেই ভাগ অন্যান্য দিক্ অপেক্ষাও বরং অধিক বন্ধুর হইবে। কিন্তু সেই পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখি-সকল জন্মিয়াছিল, আর নীচে একটী নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। শিবজী সেই বৃক্ষ সকলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিলেন। মধ্যভাগে যে ক্ষুদ্র গাছটির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা পদভরে উন্মূলিত হইল। কিন্তু ভাগ্যবলে শিবজী বহুদূর নিপতিত না হইতে হইতেই আর একটি অধিকতর-বদ্ধমূল বৃক্ষকে ধারণ করিতে পাইয়া রক্ষা

পাইলেন। সেই স্থান হইতে নদীজল অন্যূন বিংশতি হস্ত দূর হইবে। শিবজী নিকটস্থ কতকগুলি তৃণ লইয়া আপন পৃষ্ঠতলে বিন্যস্ত করিয়া বাঁধিলেন, এবং পর্ব্বত পার্শ্বে পিচ্ছলাইয়া অনতি-ক্ষতশরীরে নদীজলে পড়িলেন। সেই স্থলে নদী গভীর ছিল, এবং তন্মধ্যে বৃহৎ শিলাদি কোন কঠিন পদার্থও ছিল না। অতএব বেগে জলমগ্ন হইলেও মহারাষ্ট্রপতির কোন বিশেষ ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি জলে ভাসমান হইয়া সন্তরণদ্বারা স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন।

গ্রন্থকার এইবার বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পাঠকবর্গকে উদার-চরিত্র শিবজী এবং কোমল-প্রকৃতি রোসিনারার সহিত পরিচিত করাইয়া তাঁহার এমত অনুভব হইয়াছে যে, সকলেই ইহাঁরদিগের পরে কি হইয়াছিল জানিতে ব্যগ্র হইবেন। যতদিন তাঁহারা উভয়ে একত্র ছিলেন, একের বিবরণেই অপরের আনুষঙ্গিক বর্ণন হইয়াছে। এক্ষণে

উভয়ের বিচ্ছেদ হইলে কাহার বিষয় অগ্রে বর্ণনীয় ? ।—সর্ব্ব স্থানেই পুরুষের সম্মান অধিক। সুতরাং শিবজী পুরুষ বলিয়া তাঁহা-রই বৃত্তান্ত অগ্রে বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু এইক্ষণে কোন কোন সুধীর-স্বভাবা কামিনী-রাও কাব্য শাস্ত্রাদি পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন, অতএব পাছে তাঁহারা কেহ রোসি-নারার কথা না বলিলে মনোদুঃখ করেন এই জন্য বাদসাহ-পুত্রীর বিবরণ অগ্রে বলাই বিধেয় হইতেছে। যাঁহারা মনের দুঃখ মনেই রাখেন, তাঁহাদিগের মন রাখাই সাধু পরামর্শ! বিশেষতঃ মুসলমানেরা তাহাদিগের পরম শত্রু শিবজী মরিয়াছেন এই বিবেচনাই করিয়াছিল, এবং তিনিও কয়েক দিবস কো-থায় কি করিতেছিলেন, প্রথমতঃ তাহার কিছুই প্রকাশ হয় নাই, অতএব এই অধ্যায় মধ্যেই সংক্ষেপে বাদসাহ-পুত্রীর কিঞ্চিদ্বিবরণ লি-খিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মুসলমান্ সৈন্যপতি দুর্গাধিকার বার্ত্তা প্রাপ্ত হইবামাত্র মহা আনন্দসহকারে যাত্রা

করিয়া পর দিবস তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ বাদসাহ-পুত্রীকে সহস্রাধিক সামন্ত সমভিব্যাহারে পিতৃ-সদনে প্রেরণ করিলেন। রোসিনারা কতিপয় দিবস পরে পথিমধ্যে রাজা জয়সিংহের সৈন্যে উপস্থিত হইলেন। সিংহ মহারাজ মুসলমান সৈন্যপতির লিপি প্রাপ্ত হইয়া জানিলেন শিবজীর দুর্গ জয় হইয়াছে এবং তিনিও প্রস্থানকালে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। অতএব তিনি যেমন শীঘ্র সসৈন্যে আসিতেছিলেন, তাহা না করিয়া বাদসাহকে সমুদায় শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন এবং পরে আপনি কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সেই স্থান হইতে রোসিনারা নির্ব্বিঘ্নে পিত্রালয় প্রাপ্ত হইলে বাদসাহ, একবারে আত্মজার উদ্ধার এবং শিবজীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। কিন্তু কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথা প্রসঙ্গে তৎপ্রমুখাৎ শিবজীর গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,

ঐ কন্যার আর মুখাবলোকন করিবেন না। অতএব যে কারাগৃহ-তুল্য-অবরোধ মধ্যে আপন পিতা সাজাহানকে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহারই এক দেশে কন্যার বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। সেই স্থানে রোসিনারা কিরূপে কালযাপন করিতেন, এবং কালে তাঁহার মানস কতদূর কিরূপে সফল হইয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে ব্যক্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে দেশে প্রজাগণ অধিকাংশই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং রাজবর্ত্ম সকল পরিপাটীরূপ না থাকাতে বণিক্-বৃত্তি সুসম্পন্ন হয় না, তথাকার রাজাদিগের কর্ত্তব্য প্রজার স্থানে সুবর্ণ রজতাদিরূপে কর না লইয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহারই কোন নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন। এইরূপ না

করিলে প্রজার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাদিগকে অল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, অথবা দূরস্থিত আপনে কৃষি-প্রসূত দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে অনেক পরিশ্রম এবং কালক্ষয় করিতে হয়। শিবজী এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রজারা যাহার যেরূপে ইচ্ছা, তাঁহার ভাগধেয় প্রদান করিবে। এই নিয়মানুসারে তাঁহার পর্ব্বতীয় দুর্গ সন্নিহিত প্রজাগণ ঐ দুর্গস্থিত তৃণ ও পর্ণকুটীর সকল নির্ম্মাণার্থ তদুপযোগী পত্র তৃণ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী প্রদান করিত; তাহাদিগের স্থানে আর অন্য করাদান ছিল না। পরন্তু যখন তাহারা ঐ নিয়মানুসারে তৃণাদি প্রদান করিতে আসিত, সেই সময়ে পরস্পর দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধা হয় বলিয়া দুর্গ মধ্যে এক প্রকার বাজার বসিত।

মুসলমানি সৈন্যপতি অধিকৃত দুর্গের সকল কুটীর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া প্রজা-দিগের স্থানে ঐরূপ তৃণাদি গ্রহণের অনুমতি

করিলেন। তাঁহার মানস ছিল ঐ দুর্গে বহুতর সৈন্য নিযুক্ত রাখেন; অতএব এককালে অনেক কুটীর নির্ম্মাণের আদেশ করিয়া যাবৎ তৎসমুদায় সমাপন না হয় তাবৎ আপনি শিবির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঘোষণানুসারে দুর্গ জয় হইবার তিন বা চারি দিবস পরে শতাধিক ব্যক্তি নানা দ্রব্যজাত লইয়া দুর্গ সন্নিধানে উপনীত হইল। তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে দুর্গ মধ্যে প্রবেশিত হইল তাহার সহিত এক জন মোগল যোদ্ধার এইরূপ কথোপকথন হয় এবং সেই অবসরে আর আর সকলে ক্রমে ক্রমে দুর্গোপরি উত্থাপিত হইতে লাগিল। মোগল যোদ্ধা প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল, "কেমন রে কাফের! তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল—তেমনি একবারে জাহান্নমে গিয়াছে"। মহারাষ্ট্র কহিল, "হাঁ শুনিয়াছি, শিবজী না কি মরিয়াছেন। আমাদের পক্ষে যিনিই রাজা হউন, উচিত কর দিব, রাজ্যে বাস করিব; আমা-

দিগের ভালও নাই মন্দও নাই—ভাল, তবু বলদেখি শিবজী মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে; তোমরা কি তাঁহার শব দেখিয়াছ"? "বেটা নদীর জলে পড়িয়া কোথায় মরিয়া ভাসিয়া গিয়াছে কিরূপে দেখিব"। "তবে তিনি মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে"? "আমরা সেই রাত্রিতে মসাল জ্বালিয়া সকল জায়গা পাতি পাতি করিয়া খুজিয়াছিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না—পর দিন গড়ের মুর্চার উপর উঠিয়া দেখি এক জায়গায় একটা গাছ উপড়িয়া গিয়াছে—আর বালিতে পায়ের দাগও পড়িয়া রহিয়াছে। যে নেমোক্‌হারাম্ আমাদিগকে এই গড়ে আনিয়াছিল সেই ঐ পায়ের দাগ্ দেখিয়া কহিল শিবজীই এই খান দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া মরিয়াছেন"। মহারাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেই নেমকহারাম্ এখন কোথায়?—তাহার কি হইয়াছে কিছু বলিতে পার"?। মোগল দুর্গজয় হওয়াতে নিতান্ত আনন্দ-মগ্ন অন্তঃকরণ হইয়াছিল বলিয়াই

জিজ্ঞাসুর তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখিয়াও সন্দিহান-মনা হইল না। সে হাস্য করিয়া উত্তর করিল, “সে এই খানেই আছে, কিন্তু তাহার জিয়ন্তে কবর হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হয় তোদের সকলকেই সেইরূপ করি”। মহারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন আমরা তোমাদের কি করিয়াছি”?। “তোরা কাফের, ভূতের পূজা করিস্”। মহারাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কহিল, “রে বিধর্ম্মি মুসলমান! তুই মনে করিয়াছিস্ শিবজী মরিয়াছেন, এই তাঁহাকে সম্মুখে দেখ্”। এই বলিতে বলিতে কৃষীবল-বেশ-ধারী শিবজী আপন আনীত তৃণ কাষ্ঠাদি মধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার খড়্গ বাহির করিয়া ঐ ভয়ার্ত্ত মোগলের শিরশ্ছেদন করিলেন। আর আর মহারাষ্ট্র সকলেও ঐরূপে নিজ নিজ অস্ত্র বাহির করিয়া ‘শিবজীর জয়! শিবজীর জয়! এই শব্দসহকারে মোগলদিগকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। মোগলেরা অনেকেই নিরস্ত্র, বিশেষতঃ শিবজী মরিয়াছেন জানিয়া একান্ত অনবধান ছিল। অতএব শিবজী

স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহা ভয় প্রযুক্ত যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। আর যাহারা যাহারা সাহস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল, তাহারাও সুশিক্ষিত মাওলীগণ কর্ত্তৃক স্বল্পায়াসেই পরাজিত হইল।

এইরূপে শিবজী নিজ দুর্গ পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া সেই বিশ্বাস-হন্তা সেনানীর অনুসন্ধানার্থ কতিপয় নিজ অনুচর প্রেরণ করিলেন। পরে যথা নিয়মে লোক নির্দ্দিষ্ট করত তৎক্ষণাৎ দুর্গের আরক্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। তাহা করিতে করিতে দুর্গের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখেন একটি ক্ষুদ্র কুঠরীর দ্বার নূতন প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত এবং চতুর্দ্দিকস্থ সকল গবাক্ষ সেই রূপে বদ্ধ হইয়া আছে। ছাদের উপর উঠিয়া দেখেন, কেবল তন্মধ্য ভাগে একটি ছিদ্র মাত্র আছে, আর সর্ব্ব দিক্ সর্ব্ব প্রকারে বদ্ধ, অন্য কি বায়ু গমনাগমনেরও

পথ নাই। তখন স্মরণ হইল মোগল কহিয়াছিল সেনানীর জীবৎ-সমাধি হইয়াছে। অতএব তাহাই বুঝি এই হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেই কুঠরীর দ্বার উন্মুক্ত করণের অনুমতি করিলেন। দ্বারের গ্রথিত প্রস্তর কতিপয় স্থানান্তরিত হইলে সেই অন্ধতমসাবৃত কুঠরী মধ্যে আলোক প্রবেশ করাতে একটা মৃতকল্প-মনুষ্য-দেহ দৃষ্ট হইল। তখন সকলেই ব্যগ্র হইয়া দ্বার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। শিবজী স্বয়ং ঐ পরিশ্রমে বিমুখ হইলেন না। পরে গৃহান্তরালে প্রবেশ করিয়া যেরূপ দর্শন করিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে—ঐ স্থান সাক্ষাৎ-প্রেতভূমি। গৃহ মধ্যে স্থালী স্থালী পূর্ণ শোণিত সংহত হইয়া তিমির বর্ণ হইয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ দীর্ঘ অস্থিসহ মাংসখণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং মধ্যভাগে সেই মহারাষ্ট্র সেনানীর শীর্ণ এবং পাংশু বর্ণ শরীর নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন হইবামাত্র মহারাষ্ট্রপতি ব্যস্ত হইয়া বহির্ভাগে

প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তৎকর্ত্তৃক আ-
দিষ্ট হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ঐ মৃত-কল্প-শরীর
বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। বহির্ভাগের
পবিত্র বায়ু স্পর্শে সেনানীর মুখে পুনর্ব্বার
রক্ত সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া শিবজী কহিলেন।
"এখনও জীবন আছে, শীঘ্র শীতল জল
আনিয়া উহার মুখে সেচন কর"। কেহ
বারদ্বয় ঐরূপ করিলে ঐ হতভাগ্য হঠাৎ
করদ্বারা মুখ আবরণ করিয়া কম্পিত শরীরে
পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, "আমি প্রাণ
গেলেও উহা পান করিব না!—আমি প্রাণ
গেলেও উহা পান করিব না"!। সকলে
চমৎকৃত হইয়া শিবজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে
তিনি কহিলেন, "অনুমান হয়, দুরাত্মা মুসল-
মান কর্ত্তৃক এই অন্ধকূপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া
জল প্রার্থনা করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত
প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্য
হয় নাই, অতএব তাহাই পান করিবে না
কহিতেছে"। পরে কহিলেন, "বোধ হয়,
পাপিষ্ঠেরা ইহাকে গোরক্ত এবং গোমাংস

দিয়া থাকিবে, বুঝি তাহাই ঐ গৃহ মধ্যে দর্শন করিলাম। হায়! ভারত-ভূমি আর কত দিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে"? তিনি এইরূপ কহিতেছেন এমত সময়ে সেনানী একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কিন্তু শিবজীর প্রতি দৃষ্টি হইবামাত্র চীৎকার শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার অচেতন হইলেন। মহা-রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহার মুখে জলসেক করিতে লাগিলেন, এবং ঝটিতি কিছু খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে কহিলেন। সেনানী ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক শিবজীর মুখাবলোকন করিয়া কহি-লেন "মহারাজ! তবে কি আমি সমুদায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম? আমি কি আপনকার বিশ্বাস-ঘাতী নহি?—আমি কি মুসলমান-দিগকে দুর্গমধ্যে আনয়ন করি নাই?—আমি কি আপনকার মৃত্যু ইচ্ছা করি নাই?—না, না, সে সকল স্বপ্ন নহে! আমি প্রহরীকে নিক্ষেপ করিলে সে যে উৎকট আর্ত্তস্বর করিয়াছিল তাহা এক্ষণেও আমার কর্ণকুহর

মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে—আর আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহাও মিথ্যা হইবার নহে”।

শিবজী নিজ সেনানীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন “তুমি এইক্ষণে আর সেই সকল কিছু মনে করিও না, এই কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য গ্রহণ এবং জল পান কর, পরে যাহা যাহা হইয়াছে সবিস্তার শ্রবণ করিব। সেনানী কহিল “মহারাজ! আর আমাকে আহার করিতে বলিবেন না, এক্ষণে যাহা বলি সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন”। এই বলিয়া সেনানী উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রথমতঃ যে প্রকারে বাদসাহী সৈন্যে মিলিত হইয়াছিলেন, এবং শিবজীকে বিনাশ করিবার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আর যেমন করিয়া মোগলদিগকে দুর্গে আনয়ন করিয়াছিলেন সমুদায় ব্যক্ত করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন—“মহারাজ! দুর্গ অধিকার হইবার পর আপনকার মৃত্যু নিশ্চয় হইলে আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, অবশিষ্ট জীবন কাল তীর্থে তীর্থে

পর্য্যটন করিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই ভাবিয়া দুরাত্মা মুসলমান সৈন্য-পতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছিল বলিতে পারি না, বিদায় প্রদানে সম্মত না হইয়া বিশ্বাস-হন্তা বলিয়া আমার বিস্তর তিরস্কার করিল, পরে কহিল “ তুই মুসলমান হইয়া বাদসাহের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ ”। তাহার ভর্ৎসনায় আমারও অত্যন্ত ক্রোধ হইল। না হইবে কেন? যে ব্যক্তি যে অপরাধে বাস্তবিক অপরাধী হয়, কেহ তাহার সেই দোষটি কহিলেই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আমারও সেইরূপ হইল, এবং আমি মুসলমান ধর্ম্মের অনেক নিন্দা করিলাম। সৈন্যপতি তখন কতিপয় অনুচরের প্রতি ইঙ্গিত করিলে, অনুমান হয়, তাহারা পূর্ব্বেই শিক্ষিত হইয়াছিল, অতএব আমাকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিল। আমি সেই প্রহারেই বিচেতন হইয়াছিলাম। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বোধ হইল যেন যমালয়ে আসিয়াছি।

চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার—সমুদায় নিঃশব্দ, অনুমান হয় এইরূপে বহুকাল গত হইলে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিয়াছিলাম। জল! জল! এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিলে পর, মহারাজ! দেখিলাম যে আপনকার আরাধ্যা ভবানী দেবী ঘোর-বেশা ডাকিনী কতিপয় সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিতেছেন "রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জ্জিত হইয়া তাহা বিধর্ম্মি শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব্ব-দ্রব্য-প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। অতএব তোর পক্ষে এই দেশের সমুদায় জল গোরক্ত এবং সকল ভক্ষ্য বস্তু গোমাংস হইয়াছে—এই লইয়া আহার কর"—মহারাজ ডাকিনীগণ তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে গোরক্ত এবং গোমাংস প্রদান করিল—মহারাজ! পৃথিবীতে আমার আর ভক্ষ্যও নাই পানীয়ও নাই"।

সেনানী এইরূপ কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার প্রায় চৈতন্য-শূন্য হইলেন, এবং শ্রোতৃগণ একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এমত সময়ে এক জন মহারাষ্ট্র শীঘ্র সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! ভগবান্ রামদাস স্বামী দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন"। পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল শীর্ণ অথচ সবল শরীর, প্রশস্ত ললাট, সহাস্য মুখ বিভূতি-ভূষণ এবং আরক্ত বহির্ব্বাস পরিধান ও ত্রিশূল হস্ত সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান-সন্ন্যাস-স্বরূপ পুরুষবর তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রপতি নিজ দীক্ষা গুরুর দর্শন লাভমাত্র একাকী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলে, গুরু আশীর্ব্বাদ সহকারে কহিলেন, "বৎস তোমার মঙ্গল হউক"! আমি যে যে কর্ম্মের ভার লইয়াছিলাম সমুদায় সুসিদ্ধ হইয়াছে। যে শিষ্য প্রতিনিধি হইয়া ফকীর বেশে শত্রু সৈন্যে

গিয়াছিল সে এই মাত্র আসিয়া কহিল তথায় দুর্গ বিজয়ের কোন সংবাদ হয় নাই আর আর তোমার সকল সেনাপতিই স্ব স্ব দুর্গ হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর, আমি তোমার স্বস্থান প্রাপ্তি দর্শন করিলাম, তুষ্ট হইয়া আশ্রমে গমন করি"। শিবজী উত্তর করিলেন, "গুরো! আপনি প্রসন্ন আছেন আমার অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু প্রথমতঃ যে রাত্রি মোগলেরা এই দুর্গ অধিকার করে এবং আমি বহু কষ্টে পলাইয়া আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হই তখন বোধ হইয়াছিল সম্মুখ সংগ্রামে শত্রু সৈন্য পরাভব না করিলে দুর্গ অধিকার করিবার উপায়ান্তর নাই, সেই ভাবিয়াই আপনার শিষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ দুর্গে দুর্গে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহের উপায় করি, পরন্তু যাহা কর্ত্তৃক আমার কৌশল সমুদায় ব্যর্থ হইবার শঙ্কা ছিল, বিধর্ম্মি শত্রু তাহারই প্রতি অত্যাচার করিয়া আমার কার্য্য-সাধন অতিশয় সহজ করিয়াছে। কিন্তু

তাহারা ঐ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তজ্জন্য, এক প্রকার কার্য্য সিদ্ধি হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইতেছে”। এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেনানীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অবিকল আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। রামদাস স্বামী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “আগামী যুদ্ধে তোমার অবশ্য জয় হইবে, সন্দেহ করিও না”! পরে শিবজীকে বলিলেন “তোমার ঐ সেনানীকে অদ্য রাত্রি আমার সমীপে আসিতে কহিও, আজি আর আশ্রমে গমন করিব না;—এক্ষণে যুদ্ধের যাহা যাহা আবশ্যক তদ্বিধানে মনোযোগ কর”।

পঞ্চম অধ্যায়।

সেই রাত্রে অন্যূন বিংশতি সহস্র মহারাষ্ট্র সেনা বাদসাহী সৈন্য শিবিরাভিমুখে গমন করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে এক দল ধানুষ্ক

গমন করিল। তাহাদিগের গতি ব্যাঘ্রবৎ এবং কর্ম্মও ব্যাঘ্রবৎ। তাহারা কোন উচ্চ শিলা বা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সম্মুখভাগ সমুদায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে এবং শত্রু নিযুক্ত প্রহরী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থসন্ধান বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করে। এই সকল ব্যক্তি রাত্রি-যুদ্ধে কুশল। শিবজীর শিক্ষায় ইহারা পুনঃ পুনঃ নিশাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়া অন্ধকারেও অপূর্ব্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক "হিত্‌করী, সেনা গমন করিল। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু কটিবন্ধে এক এক খানি অসি দোদুল্যমান হইতেছিল। ইংলণ্ডীয়দিগের এবং তৎশিক্ষিত অস্মদ্দেশীয় শিপাহীগণের বন্দুকে যেরূপ সঙ্গিন থাকে শিবজীর সেনার সেরূপ ছিল না—তাহারা যুদ্ধকালে স্ব স্ব কৃপাণ দ্বারাই সঙ্গিনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ঐ 'হিৎকরী' সেনার অনতিদূর পশ্চাতে মহারাষ্ট্রপতির বিশিষ্ট সমাদৃত অসি-চর্ম্মধারী 'মাওলী' সৈন্যদল গমন করিল।

তাহারা সকলেই অতি বলিষ্ঠ এবং বিক্রম-শালী। তাহাদিগের খড়্গ সাধারণ খড়্গ অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। এই জন্য অসিযুদ্ধে ইহারা প্রায় কখনই কাহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইত না। পর্ব্বতীয় দুর্গম স্থান গমনেও ইহারা অত্যন্ত পটু ছিল। যে উন্নত গিরি-শিখরে অজ এবং সরীসৃপ ব্যতিরেকে অন্য ভূচর জন্তুর গমন অসাধ্য, বোধ হয়, শিবজীর মাওলীগণ সেই সকল স্থানও লঙ্ঘন করিতে পারিত। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই সকল সৈন্য লইয়া পাদচারে যুদ্ধ করিতেন। ইহাদিগের পশ্চাতে 'বর্গা' নামক অশ্বারোহী সেনা গমন করিল। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র সুদীর্ঘ শেল। কিন্তু কাহার কাহার স্থানে একটি একটি বন্দুকও ছিল, এবং সকলেরই কটিবন্ধে করবাল দোদু-ল্যমান হইতেছিল। এই সকল সৈন্যের বহুদূর পশ্চাতে 'শিলিদার' নামক অশ্বারোহী দল দৃষ্ট হইল। তাহারা ইহাদের সকলের ন্যায় সুশিক্ষিত বা সুব্যবস্থিত নহে। তাহা-দিগের বেশ ভূষা অস্ত্র শস্ত্র বিবিধ প্রকার।

তাহারা পার্য্যমাণে কখনও সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রেরিত হইলে পলায়ন-পর শত্রুর অনেক অপচয় করিতে পারিত।

'শিলিদার' ভিন্ন আর সকল সৈন্যের বেশ প্রায় একবিধ ছিল। সকলেরই মস্তকে উষ্ণীষ, এবং সকলেরই সেই উষ্ণীষের এক এক ফের্ চিবুক নিম্নভাগ দিয়া উদ্বদ্ধ। সকলেরই অঙ্গ এক একটী অঙ্গরক্ষিণী দ্বারা আবৃত, সকলেই কটিবন্ধ বিশিষ্ট, এবং সকলেরই পায় পা-জামা পরিধান। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকেরই কর্ণে এক এক প্রকার কর্ণভূষণ এবং হস্তে বলয় ছিল। সাধারণ সৈন্যের এইরূপ বেশভূষা। সেনানায়কগণের পরিধেয় বিবিধ প্রকার। পরন্তু তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ পরিচ্ছদের উপরিভাগে লৌহজাল নির্ম্মিত এক প্রকার অনতি গুরুভার সন্নাহ ধারণ করিতেছিলেন।

সৈন্যগণ এইরূপে গমন করিয়া সূর্য্যোদয় সময়ে যে স্থলে উপস্থিত হইল, তাহারই নিম্নে বাদসাহী সৈন্য-শিবির সন্নিবেশিত ছিল।

তত্রত্য তাম্বু সকলের বিচিত্র বর্ণ এবং সোণালি কলস সকলের প্রভা সেই পর্ব্বততলী হইতে অতি ঈষদ্ভাবে প্রকাশমান হইতে ছিল। কিন্তু মুসলমান সৈন্যপতি শত্রু এমত নিকট আসিয়াছে ইহার কিছুই জানিতেন না। বিশেষতঃ তৎপ্রদেশীয় দুর্গাধিকার হওয়াতে তিনি সেই দিক্ হইতে এইরূপে হঠাৎ আক্রান্ত হইবার কোন শঙ্কাই করেন নাই। অতএব যখন কোন মোগল প্রহরী পর্ব্বতের উপরিভাগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাণিত অস্ত্রে সূর্য্য রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল, তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিলেন না। পরে অনেকেই ঐ রূপ দেখিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিলে তিনি স্বয়ং বাহির হইয়া দর্শন করি-লেন। তখন সম্পূর্ণ সূর্য্যোদয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পর্ব্বতের উপরিভাগ কোন স্থান অপ্রকাশ নাই। অতএব সৈন্যপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র সেনায় পর্ব্বতের শিরোদেশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন দুই প্রজ্বলিত আগ্নেয় শরীর সেই শত্রু সৈন্যের ঊর্দ্ধভাগে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। মুসলমানেরা দেব-শরীর তেজোময় বলিয়া জানে। অতএব মোগল সৈন্যপতির বিলক্ষণ প্রতীতি হইল দেবতাদ্বয়ই বুঝি শত্রুর অনুকূল পক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। পরে দেখিলেন ঐ দুয়ের মধ্যে একজন একটি সুদীর্ঘ খড়্গ গ্রহণ করিয়া অপরের হস্তে প্রদান করিলেন এবং পরক্ষণেই সমুদায় শত্রুসৈন্য হইতে গগণ-স্পর্শী গভীর জয়-ধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণ-কুহর ভেদ করিল। তখন তিনি নিজ সৈন্যের প্রতি নিতান্ত দৈবাঘাত বুঝিলেন। অতএব এই তাঁহার পরম সাহস কহিতে হয় যে, একবারও পলায়ন করিবার মনন করেন নাই। তিনি শীঘ্র "সাজ! সাজ"! শব্দসহকারে যথা-স্থানে সৈন্য বিনিবেশ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য দলে দলে আসিয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

কিন্তু যেমন পর্ব্বতের উপরিভাগে ঘোর-

তর বৃষ্টি হইবার পর প্রভূত জলরাশি ভয়ঙ্কর বেগে নিপতিত হয়, এবং সম্মুখস্থ গিরিশৃঙ্গ ও বিস্তীর্ণ শাখাপল্লববিশিষ্ট তরুবর সকলকে উন্মূলিত করিয়া যায়, বেগবান্ মহারাষ্ট্র সৈন্য সেইরূপে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল, এবং শত্রুদল তাহাদিগের সমক্ষে সেইরূপে পরাভূত হইতে লাগিল। যদি কোন শত্রু-সেনাপতি বিশিষ্ট সাহস করিয়া কোন কোন সৈন্য দলকে রণস্থলে সুস্থির করিবার চেষ্টা করেন, তখনই কোথাও বা শিবজী স্বয়ং পাদচারে, আর কোথাও বা অশ্বারূঢ় এক অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি দীর্ঘকায় পুরুষ, শীঘ্র উপনীত হইয়া নিমেষ মধ্যে বিপক্ষ পক্ষকে পরাভূত করেন। সেই অশ্বারোহীর প্রজ্বলিত দীর্ঘ খড়্গ দর্শন মাত্রেই শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করে, অথবা বিনা যুদ্ধে নিহত হয়। এই রূপে শিবির সম্মুখস্থিত মোগল যোদ্ধা সকল ভগ্ন হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা শত্রুর তাম্বু মধ্যে প্রবেশোদ্যম করিল।

কিন্তু সেই খানে মোগল সৈন্যপতি স্বয়ং

দৃঢ়-প্রহরী উত্তম উত্তম সামন্ত সমস্ত পরিবৃত হইয়া রহিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বেগে তন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র যেমত জ্বলন্ত হুতাশন খরধার বৃষ্টি পাতে স্তিমিত-তেজ হয়, তেমনি সেই সুশিক্ষিত প্রতিপক্ষ ভট সকলের প্রযুক্ত গুলি প্রহারে তাহারা খর্ব্ব-বেগ হইল, এবং পলায়নপর মোগলেরাও ঐ অবকাশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে স্থির হইতে লাগিল। মুসলমানেরা বহু কালাবধি হিন্দু জাতিকে রণে পরাভব করিয়া আসিতেছিল, অতএব অবজ্ঞেয় শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হওয়া বিশিষ্ট ঘৃণাকর বোধ করিত। শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া তৎপ্রতিবিধান চেষ্টা না করা অত্যন্ত দোষ। কিন্তু রণস্থলে শত্রুর প্রতি তাচ্ছীল্য-ভাব থাকিলে প্রায়ই জয় লাভ হয়। এই স্থানেও সেইরূপ হইবার উপক্রম হইল। শিবজী সঙ্কট দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রামসম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তথাপি কিছুই করিতে পারিলেন না। হস্তী পৃষ্ঠারূঢ় মোগল সৈন্য-পতি কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া তাঁহার মাওলী

দলও ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। এই রূপে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, হঠাৎ দৃষ্ট হইল সেই অশ্বারূঢ় পুরুষ বিপক্ষ সৈন্য-পতির প্রতি বেগে ধাবমান হইতেছেন, এবং তাঁহার অপসব্য হস্তে সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গ অনল শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে। মুসলমান সৈন্যপতি সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাকে দর্শন করেন। দর্শন করিয়া অবধি যেমন কোন বিষধর জন্তু বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে শরীর নিশ্চল হয় তদ্দংশন নিবারণার্থেও পলায়ন করিবার শক্তি থাকে না, তিনিও সেইরূপ হইয়া এক দৃষ্টে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন ঐ পুরুষবর অশ্ববেগে সামন্ত সমুদায় ভেদ করিয়া তাহার সমীপস্থ হইলেন, পর্য্যাণ-রেকাবের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরাক্রান্ত ভুজবলে খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, তখনও সেনাপতি পলায়ন বা সেই প্রহার নিবারণের যত্ন কিছুই করিতে পারিলেন না। সুতরাং একেবারে ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

মোগল সেনাগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিল, একেবারে নিরুৎসাহ হইল, এবং পলায়ন করিতে লাগিল। সেনাপতির বিনাশে সর্ব্বদেশীয় সৈন্যই যুদ্ধে নিরুৎসাঁহ হয় বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ যেরূপ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে এরূপ অন্যত্রে অধিক শ্রুত হওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, এখানকার রাজারা আধিপত্য-শক্তি-সম্পন্ন-বলিয়া আপনাদিগের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। তাঁহাদিগের সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কোন রাজ-কার্য্যে প্রজাদিগের কোন মতামত থাকে না। সুতরাং যিনি রাজা হউন না কেন আমা-দিগের সেই দশাই থাকিবে বুঝিয়া, সেনাগণ রাজার অথবা রাজ-প্রতিভূ সৈন্যপতির বিনাশ হইলেই রণস্থল ত্যাগ করিয়া যায়। মুসল-মানেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিশিষ্ট দ্বেষ-ভাব-সম্পন্ন ছিল। তথাপি সৈন্যপতির বিনাশে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল।

শিবজীর অনুমত্যনুসারে পদাতি সমস্ত শত্রু-শিবির প্রবিষ্ট হইয়া অত্রত্য বিপুল অর্থ

এবং দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিল আর অশ্বারোহিগণ পলায়নপর শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পরে মহারাষ্ট্রপতি আপনিও কতক সামন্ত সমভিব্যাহারে যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহার গুরুদেব শ্রীমান্ রামদাস স্বামী সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, "বৎস অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ—জয় সম্পূর্ণই হইয়াছে—আর স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন নাই, এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর"। শিবজী তাহাই করিয়া কহিলেন "গুরো! আপনকার আশীর্ব্বাদে বিজয় লাভ সম্পূর্ণই হইল—কিন্তু অদ্য সেনানী কর্তৃক অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, সে না থাকিলে আজি ঘোর বিপদ্ ঘটিত—সে অদ্য অতিমানুষ কর্ম্ম করিয়াছে"। গুরু উত্তর করিলেন আমি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তাহাকে ভবানী প্রদত্ত খড়্গ প্রদান করিয়া অবধি তাহারই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, তৎকৃত সমুদায় কর্ম্ম দেখিয়াছি। মহারাজ! দেবতারা যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহার

কার্য্যসাধন উপায়ও অগ্রে করিয়া রাখেন। ঐ দেখ দেখি যে আসিতেছে উহার শরীরে কি তাদৃশ বল সম্ভব হয়" ?। শিবজী রামদাস স্বামীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টি করত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই মোগল সৈন্যপতির বধকারী অশ্বারোহীর সমীপস্থ হইলেন; এবং তিনি বেগে গমন করিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন বলিয়াই সে ভূমিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল না। এক্ষণে আর সেই বীরমূর্ত্তি নাই। অঙ্গের নানা স্থানে অস্ত্রাঘাত হওয়াতে অজস্র শোণিত প্রস্রুত হইতেছিল। শিবজী তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আপন ক্রোড়ে লইলেন, এবং মুমূর্ষু কালে মুখ যেরূপ শ্রীহীন হয় তাঁহার মুখ সেইরূপ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও সেই যুদ্ধ-বীর হস্তের খড়্গ পরিত্যাগ করেন নাই। শিবজী ঐ অসি লইবার জন্য যত্ন করিলে, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন—মুখ ঈষৎ হাস্য প্রভাযুক্ত হইল—এবং পরক্ষণেই সমুদায়

শরীর একেবারে নিষ্পন্দ হইল। রামদাস স্বামী কহিলেন "মহারাজ! ব্যর্থ ক্রন্দন সম্বরণ কর—সেনানী প্রাণদান দ্বারা জন্মভূমির ঋণ পরিশোধ করিলেন"।

এই ব্যাপার হইতে হইতেই অনেক মহারাষ্ট্র সেনা সেই স্থলে প্রত্যাগত হইয়াছিল। সেনানীর মৃত্যু দর্শনে কাহারও চক্ষু নিরশ্রু ছিল না, এবং সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া আপনাদিগের অন্তকালও যেন সেইরূপ হয় মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। রামদাস স্বামী কিঞ্চিদ্বিলম্বে মৃত সেনানীর খড়্গ উত্তোলন করিয়া কহিলেন "মহারাজ! এই খড়্গ ভবানী প্রদত্ত। অতএব ইহারও নাম ভবানী হইল"। ইহা আপনি গ্রহণ করুন্—অদ্য ইনি যে প্রকারে শত্রু নিধন করিলেন, চিরকাল এইরূপ করিবেন। এই বলিয়া গুরুদেব সেই খড়্গ মহারাষ্ট্রপতিকে প্রদান করিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। সেই অবধি ঐ খড়্গের মূর্ত্তি

মহারাষ্ট্রদিগের ধ্বজে চিত্রিত হইল, এবং অদ্যাপি সেতারা প্রদেশীয় ভূপাল বংশীয়েরা প্রতি বৎসর মহা সমারোহ করিয়া ঐ খড়্গের পূজা করেন। ক্ষণকাল পরে রামদাস স্বামী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "মহারাজ! তুমি সচ্ছন্দে স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন করিতে থাক, আমি এক্ষণে বিদায় হই, বৈষয়িক কার্য্যের কেমন মাহাত্ম্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মনকেও ক্রমে ক্রমে আপনার বিধেয় করিয়া ফেলে— অতএব আমি আর বিলম্ব করিব না। সম্প্রতি আশ্রমে চলিলাম কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে শীঘ্রই তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইব। মহারাজ! দুঃখিত হইও না—যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার তৎসাধনে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার কেমন বিশ্বাস হইতেছে স্থানান্তরে তোমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে"। এই বলিয়া তিনি নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার পর শিবজী আপন সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "তোমরা অদ্য-

কার যুদ্ধে যেরূপ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ যাবজ্জীবন এইরূপ করিলে ভগবানের অনুগ্রহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আজি তোমাদিগের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা প্রথম বারেই সম্মুখসংগ্রামে প্রবল মোগল সৈন্যের পরাভব করিলে, অতএব তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিব। সৈন্য সাধারণকে একটি একটি রৌপ্য বলয় এবং সেনা নায়ক সকলকে একটি একটি স্বর্ণালঙ্কার প্রদান করিবার অনুমতি করিলাম"। মহারাষ্ট্র সেনাগণ শিবজীর স্থানে প্রায় কদাপি অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার নিয়মানুসারে তৎকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও রাজকোষ সম্ভুক্ত হইত। অতএব এই যৎসামান্য পুরস্কার প্রদান করিবেন শ্রবণ করিয়াও তাহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ যাহারা সর্ব্ববিষয়েই ভৃত্যবর্গকে অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন তাঁহারা ঐ রীতির সমুদায় দোষ অনুভব করেন না। এক বার অর্থ পুরস্কার

প্রাপ্ত হইলে আর অন্য কোন পুরস্কারে মনঃপূত হয় না। বরং ক্রমশঃ প্রশংসনীয় কার্য্যের প্রতি অনুরাগ হ্রস্ব হইয়া অর্থের প্রতিই লোভ জন্মে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিবজী জীবদ্দশায় আছেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্যপতিকে পরাজয় করিয়াছেন এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই রাজা জয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎশ্রবণমাত্রে নিজ পরাক্রান্ত রাজপুত্র সৈন্য সমভিব্যহারে মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সেনা শিবজীর অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক ছিল, এবং আপনিও পর্ব্বতীয় যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। দিল্লীশ্বর যেখানে যেখানে অত্যন্ত বিপদে পড়িতেন সেই সকল স্থানেই রাজা জয়সিংহের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ হিন্দু-

রাজাদিগের সহিত বিবাদ কালে রাজা জয়-সিংহই আরঙ্গেবের ব্রহ্মাস্ত্র প্রায় ছিলেন। অতএব এই সংগ্রাম-সাগর মহারাষ্ট্র-পতির পক্ষেও দুস্তর বোধ হইবে আশ্চর্য্য কি ?। অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন, বুঝি তিনি এইবার মগ্ন হইলেন।

কিন্তু মহাত্ম-জনের মানসাকাশ কখনও দুর্ভাবনা কর্ত্তৃক এমন আচ্ছন্ন হয় না যে, আশারূপ নির্ম্মল নক্ষত্র-জ্যোতিঃ তাঁহাদিগের নির্ণীত পথ প্রদর্শন না করে। শিবজী সেই বিষম সঙ্কটে পড়িয়াও এমত একটি অসমসাহ-সিক কর্ম্ম করিলেন যাহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কেবল অসাধ্য মাত্র নহে, তাহাদিগের বুদ্ধিরও অগম্য। সেই কর্ম্ম তিনি যে কি সাহসে বা কি বিবেচনায় করিলেন তাহা অন্যের বুঝিবার নয়। তদ্দারা তাঁহার অ-নেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব তাঁহার পরামর্শ কেবল ফলানুমেয় এবং তাঁহার সাহস সকল লোকের চমৎকার-জনক হইয়া রহিয়াছে।

এক দিবস রাজা জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহারাষ্ট্রপতি একাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। জয়পুরপতি তৎ-ক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বীর-পুরুষেরা উপযুক্ত প্রতিপক্ষেরও গুণ গ্রহণে সক্ষম। জয়সিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার আপনার সৈন্যসংখ্যা অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর হইতেন। অতএব শিবজীর প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে নিজ সমীপস্থ দেখিয়া প্রথ-মতঃ চমৎকৃত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্ট সমাদর সহকারে ভ্রাতৃ-সম্বোধন এবং আলি-ঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক স্বপার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করাইলেন। মহারাষ্ট্রপতি মৌনী হইয়া বসি-লেন। রাজা জয়সিংহ ভাবে বুঝিতে পারিয়া পারিষদদিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা স্থানান্তর হইল। শিবজী কহিতে লাগিলেন।

"মহারাজ! আমাকে এমত সময়ে দেখিয়া আপনি অবশ্য বিস্মিত হইয়াছেন। হইবেনই ত। আমি যে দুরাশার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে আপনিই বিস্ময়াবিষ্ট হই। কিন্তু মহারাজ! মন যাহা বলে তাহা কখন নিতান্ত মিথ্যা হয় না। কিছু কাল হইল আমার অন্তঃকরণে কেমন সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে উভয়ের তাৎপর্য্য অবগত হইলেই এই দুরন্ত সমরাগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, এবং আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি আপনি জানেন) এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়ে একপরামর্শী এবং এককর্ম্মা হইব। মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয় দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্ব্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম্ম কি কর্ত্তব্য নহে?। দেখুন

দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদিগের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা কর্ত্তৃক হ্রস্ব-তেজা হয়েন, উভয়ই আরঙ্গেবের মঙ্গলাবহ। স্মরণ করুন, তিনি এই উপায়দ্বারা ক্রমে ক্রমে কোন্ হিন্দু মহীপালকে স্বপদাবনত না করিলেন ?। শুনিয়াছি, উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সিন্ধু এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্য এই চতুঃসীমা মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভারতভূমি তাঁহার কবলিত হইয়াছে। কোথাও একটি স্বাধীন হিন্দু রাজা নাই। কেবল রাজপুতনায় আপনারা এবং দক্ষিণে আমি অদ্যাপি হিন্দু ধর্ম্ম এবং হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছি। আরঙ্গেব কেবল আমাদিগকেই কিঞ্চিৎ ভয় করেন, বুঝি তাহাও আর অধিক কাল করিতে হইবে না। ফলতঃ মহারাজ ! আমি আর পরস্পর যুদ্ধে স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না। আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ হয় অনুমতি করুন।

"মহারাজ! বাদসাহ কখন আপনকার অগৌরব করেন নাই সত্য, কারণ তিনি আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু যদি আপনি আজি লোকান্তর গত হয়েন, তবে কালি আপনার পরিবারেরা বুঝিবেন বাদসাহ আপনকার কেমন সুহৃদ্। মহারাজ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান বাদসাহেরা হিন্দু রাজাদিগের স্থানে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রের তেজোহ্রাস করিতেছেন, ইহাঁর মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটীও হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না। আমি জানি কেহ কেহ আরঙ্গেবকে জিতেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি অল্পস্বভাব হইলে আমার এমত ভয় হইত না। নৃশংস নির্ব্বোধ রাজারা যে সকল অত্যাচার করেন তজ্জনিত দুঃখ স্বল্পকাল ব্যাপী হয়, কিন্তু ক্রূর-মতি নৃপালগণের যে বিষ-বৃক্ষ-রূপ মন্ত্রণা তাহার ফলাস্বাদনে সন্তান-সন্তুতি সমুদায় খর্ব্ব-বীর্য্য

হইয়া যায়। আমি জানি অনেকেরই মনে এক্ষণে এমত প্রতীতি হইয়াছে যে, যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগদীশ্বর-নির্দ্দিষ্ট জাতি প্রণালী হইয়া আসিতেছে, মুসলমানও সেই রূপ বাদসাহের জাতি। মুসলমান বই আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ বোধ থাকাতেই এত হিন্দু রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাহা করুন— রাজ-শক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখ-সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। আকবর সাহ মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাত শূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত হিন্দু রাজারা তাঁহার সময়ে রাজ-কার্য্যে বুদ্ধি নিয়োজন করিয়া সুশাসন-বিধি

সমস্ত নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। আরঙ্গেব এত চেষ্টা করিয়াও সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও আপনারা কয়েক জন সুমহৎস্তম্ভবৎ তাঁহার রাজ্যভার বহন করিতেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বাদসাহেরা যদি ইহাঁর দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া চলেন তবে স্বল্পকাল মধ্যেই-সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি-প্রসবা ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট নররত্ন প্রসবে সমর্থা হইবেন না। মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা যেন এমন দিন কখন উপস্থিত না হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্ব্বল্যাধীন নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায়,—তাহা সুষুপ্তি সুখানুভব নহে”।

রাজা জয়সিংহ মহারাষ্ট্রপতির আগমনেই আপনার প্রতি তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন, আবার এই সকল সরল তথ্য-ভাষা শ্রবণ করিয়া উন্মীলিত-জ্ঞান-চক্ষুঃ এবং উন্মুক্ত-প্রণয়-প্রণালী হইলেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগের কি বাঙ্‌নিষ্ঠা! তিনি শিবজীকে ধৃত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতে পারিলেন না। অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন। "মহারাজ! তোমার কথায় আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যাহা যাহা বলিলে সকলই সত্য বোধ হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে তাহার উত্তর করিলে পর আমার যেরূপ পরামর্শ হয় বলিব"। "কি জিজ্ঞাস্য আছে অনুমতি করুন"। "আমি তোমার নিকট যদি এমত প্রতিশ্রুত হই যে, বাদশাহ তোমার কোন অপমান করিলে আমি সেই অপমান আপনার হইল বোধ করিয়া তাহার প্রতিফল প্রদানের চেষ্টা পাইব, তবে তুমি

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস কর কি না”। শিবজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “তাহা হইলে আমি নিরুদ্বেগে গমন করিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। কারণ তিনি আমার কোন অপমান করিলে আপনি তাঁহার শত্রু হইবেন এবং তাহা হইলেই হিন্দু জাতির অভ্যুদয় কাল পুনরুপস্থিত হইবে, অতএব এমত স্থলে আমি মৃত্যু স্বীকার করিতেও সম্মত আছি”। রাজা জয়সিংহ আশ্চর্য্যম্মন্য হইয়া কহিলেন, “এমত সাহস না হইলে কি কেহ সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হয়! এমন কার্য্য-পরতন্ত্র না হইলে কি মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয়!—মহারাজ! কোন সন্দেহ নাই, আরঙ্গেব এত নির্ব্বোধ নহেন যে আমি নির্ভয় করিলে তিনি কাহারও অপমান করিবেন—এক্ষণে আমার যেরূপ পরামর্শ শ্রবণ করুন। আপনি যাহা যাহা বলিলেন কিছুই মিথ্যা নহে। এতদ্দেশীয় তাবল্লোকেরই প্রতীতি হইয়াছে, তৈমুরলঙ্গ-বংশীয় ব্যতিরেকে আর কেহ বাদসাহ পদাভি-

ষিক্ত হইতে পারে না। আমি সেই জন্যই বিবেচনা করি, প্রকাশে আরঞ্জেবের প্রতিকূলতাচরণে কোন বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। শুনিয়াছেন ত, মহব্বৎ খাঁ নামক জাহাঙ্গীর বাদসাহের একজন প্রধান সেনাপতি পাঁচ সহস্র রাজপুত্র সেনার সহায়তায় বিংশতি সহস্রাধিক মোগল সৈন্যের মধ্য হইতে বাদসাহকে নিজ করকলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে, প্রজা সমস্ত তাঁহার প্রতি অনুরাগ-শূন্য হওয়াতে আপনাকেই পুনর্ব্বার বাদসাহের শরণ প্রার্থনা এবং পলায়নপর হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিয়া যে, কোন প্রকার চেষ্টা করিব না তাহাও বলিতেছি না। বাদসাহের মনে যাহাতে কিঞ্চিৎ ভয় থাকে এমনটী করিয়া চলা উচিত! তাহাও, উত্তরে আমি আর দক্ষিণে তুমি থাকিলেই সম্পূর্ণ হইবে। অতএব এইক্ষণে বাদসাহের নামে আমি তোমার সহিত সন্ধি নিবন্ধন করিতেছি। কিন্তু পাছে আরঞ্জেব সন্দিহান-মনা হয়েন

এই জন্য তোমাকে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। আমার সৈন্যেরা বাদসাহের নামে যে কয়েকটি দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা সম্প্রতি প্রত্যর্পিত হইবে না। কিন্তু আমার সহিত মিলিত হইয়া তুমিও দিল্লীশ্বরের প্রতিপক্ষ বিজয়পুর বাদসাহের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে চল। আরঙ্গেব তাহাতে তুষ্ট হইবেন, এবং সেই সুযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমিও আপন রাজ্যের সুদৃঢ় সংস্থাপন করিতে পারিবে"।

রাজা জয়সিংহ এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে, শিবজী মনে মনে 'যথালাভ' বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরল-প্রকৃতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি অত্যুদার-প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল স্বদেশহিতৈষিতা উদ্রিক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এই জন্য তাহার চরিত্র-লেখক

গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে চতুর-স্বভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাহউক, তিনি এইক্ষণে বিবেচনা করিলেন আমার পক্ষে কি দিল্লীশ্বর, কি বিজয়পুর-বাদসাহ উভয়ই সমান। একোদ্যমে দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। অতএব কখন বা ইহার কখন বা উহার পক্ষতা অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ বল বর্দ্ধন করাই সদ্‌যুক্তি; আর হয় ত, আরঙ্গেব তুষ্ট হইলে পরিণামে রোসিনারা লাভ হইলেও হইতে পারে। মহারাষ্ট্রপতি মনোমধ্যে এই সকল অনুধাবন করিয়া নিজ সম্মতি প্রকাশ পুরঃসর কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহিলেন। "মহারাজ! আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেই রূপই করিব। কিন্তু আমার সৈন্যগণ বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাদসাহ নিজকোষ হইতে তাহাদিগের ভৃতি প্রদান না করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিজিত-ভূমির নির্দ্দিষ্ট করের চৌৎ অর্থাৎ চতুর্থাংশ প্রদানের অনুমতি করিলেই সৎপরামর্শ হয়।

কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে আপন ধনাগার হইতেও কিছু দিতে হইবে না, আর সৈন্য-গণও বিশিষ্ট যত্ন করিয়া অধিক ভূমি জয় করিবে"। রাজা জয়সিংহ এই কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন কি না বলা যায় না। ফলতঃ শিবজী এবং তাঁহার উত্তরাধি-কারী মহারাষ্ট্রীয় রাজারা ঐ চৌৎ আদায়ের নামেই ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ভারত-ভূমির উপর আপনাদিগের কর্ত্তৃত্ব প্রচার করিয়া-ছিলেন। যাহাহউক, জয়পুরপতি তখনই স্বীকার করিয়া এই সকল নিয়মানুযায়ী সন্ধিপত্র লিখাইলেন, এবং বাদসাহের সম্ম-তির নিমিত্ত তাহার অনুলিপি প্রেরণ করিয়া অচিরাৎ শিবজী সমভিব্যাহারে সসৈন্যে বিজয়পুর প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

“দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা” এই কথাটি দ্বারা বাদসাহের পার্থিব বিভবের মাত্র আতি-শয্য দেখিয়া জগদীশ্বরের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়াতে অত্যন্ত অত্যুক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা অবশ্য দুষ্য বটে। কিন্তু যে সকল পর্য্যাটক তৈমুরলঙ্গ বংশীয় বাদসাহদিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং তত্রত্য রাজসভার শোভা নয়ন গোচর করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে কোথাও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভা-বিহীন হইয়া-ছিল বলিয়া আরঙ্গেবের পিতা সাজাহান্ সমুদায় নূতন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সাজাহানাবাদ অর্থাৎ নবদ্দিলীর রাজবর্ত্ম সকল কেমন প্রশস্ত হইয়াছিল!—তন্মধ্যে প্রধান পথিপার্শ্বে কি সুন্দর জল প্রণালী এবং উভয় দিকে কেমন পরিপাটীরূপ বিন্যস্ত পাদপগণ

নগরটীকে শোভাময় এবং সুখ-প্রদ করিয়াছিল!। এক্ষণে দিল্লীর সেই শোভা নাই। তথাপি ইংলণ্ডীয় সম্রাট্‌দিগের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লজ্জা পায়েন। নগরের প্রাসাদগুলিও কি সুন্দর! বিশেষতঃ শ্বেত মার্‌বেলে নির্ম্মিত মসীদ্‌টির শোভা সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাজবাটী দুর্লঙ্ঘ্য-প্রাকার-বেষ্টিত—এবং বহুমূল্য মার্‌বেল প্রস্তরে অতি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত। মুসলমানেরা যে হর্ম্ম্যশিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, তাহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকা সকলে খোদকতা কার্য্যের আধিক্য তথাপি দ্রষ্টৃবর্গের মনে অদ্ভুতরসের বই অন্যরসের উদয় হয় না। কোন সুবিজ্ঞ পর্য্যাটক কহিয়াছেন যে মুসলমানদিগের নির্ম্মাণ সকলে জহুরির ন্যায় সূক্ষ্ম কারুতা এবং অসুরের ন্যায় অতিমানুষত্ব প্রতীয়মান করে। বিশেষতঃ ঐ সাজাহান ভূপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আগ্রা নগরস্থিত জগদ্বিখ্যাত তাজ্‌মহল অট্টালিকা

ঐরূপ নির্ম্মাণ কীর্ত্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থল। যেমন নিশাকালীন আকাশ মণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকস্তবক খচিত হইয়া মানবগণের অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের আবির্ভাব করে, তাজ্‌মহলও সেইরূপ অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা দর্শকমাত্রের মনে অদ্ভুত রসের উদয় করে। আর ঐ সাজাহান নির্ম্মিত ‘ময়ূর তক্ত’ নামক সিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব ?। সেই রাজাসন দুইটি দিব্য-গঠন ধাতু নির্ম্মিত ময়ূরের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত। ঐ ময়ূরদ্বয়ের পুচ্ছদ্বয় সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকিত। নৃত্যকারী ময়ূরের পক্ষ ও পুচ্ছে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, ঐ পুচ্ছেও নানাবিধ মণি মানিক্যাদি দ্বারা সেই সমুদায় বর্ণই সুপ্রকাশিত ছিল।

যে সাজাহান এই মনোহর নবদিল্লী, এবং ইহার দিব্যগঠন প্রাসাদ সকল ও মহামূল্য পরম শোভাময় রাজাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনি এক্ষণে কোথায় ?। যেমন অন্যান্য সংসারাশ্রমী জনেরা যৌবন সময়ে স্ব স্ব

বিভবের ভোগ ও বৃদ্ধি করিয়া চরমে তৎ-
সমুদায় সন্তানদিগকে প্রদান করিয়া যায়েন,
তিনিও কি সেই রূপে আত্মজ আরঙ্গেবকে
সমস্ত রাজ্যের ঈশ্বর করিয়া লৌকিকী লীলা
সম্বরণ করিয়াছেন ? ।—না ; তাঁহার দুরবস্থার
উপমাস্থল নাই । তিনি স্বীয় আত্মজ আর-
ঙ্গেব কর্ত্তৃকই জীবন্মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
আহা ! সাজাহানের দুরবস্থা স্মরণ করিলে
কাহার মনে পুত্র হউক বলিয়া আর স্পৃহা
হয় ? অথবা, কোন্ দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পিতৃ-
ভক্তি-পরায়ণ সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া
স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী নহেন বলিয়া আপনাকে
ধন্যজ্ঞান না করেন ? । অহো ! বিভব কি
ভয়ানক বস্তু ! প্রভুত্বশক্তি লোকের এতাদৃশ
প্রার্থনীয় যে, তজ্জন্য মনুষ্যদিগের মন হইতে
আশৈশব-প্রতিপালন-কারী পিতার প্রতিও
শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অপনীত হইয়া যায় ! ।
বৃদ্ধ বাদসাহ সাজাহান, দুষ্ট পুত্র আরঙ্গেব
কর্ত্তৃক অপহৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া কারাবাসীর ন্যায়
অবরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন ।

তিনি যে তথায় কি পর্য্যন্ত ক্লেশ অনুভব করত কালযাপন করিতে লাগিলেন তাহা বলা বাহুল্য। যিনি সমুদায় ভারত-ভূমির একাধিপতি হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যের ধন প্রাণের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, তিনি কি কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ সাজাহানের যে, এই দুঃখ কালেও কখন হ্রাস হইবে তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। কালে দরিদ্র যন্ত্রণা সহ্য হইয়া যায়, বন্ধু-বিচ্ছেদ ক্লেশও অল্প হইয়া আইসে, অন্য কি, মাতাও ক্রমশঃ অপত্য-বিরহ-বিষাদ বিস্মিতা হইয়া থাকেন। কিন্তু যে দুর্বিষহ শোক সন্তাপ অন্তঃকরণকে স্নেহ-বর্জ্জিত করে, যাহাতে একজনের দোষে স্বজন মাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হয়, সেই দুঃখ দাবাগ্নি নির্ব্বাণে কালও কুণ্ঠিত-শক্তি হইয়া থাকে। ঐ অনল, নীরস জীবন বৃক্ষকে একেবারে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হয়, অথবা স্নেহরস বর্ষণে সক্ষম ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেই কিছু মন্দ-তেজ হইতে পারে।

রোসিনারা নিজ পিতার ক্রোধ-ভাজন হইয়া তাঁহার নিকটে অবস্থান প্রাপ্ত হইলে সাজাহানের ঐরূপ সহচরী লাভ হইল। আরঙ্গেব-পুত্রী উত্তম-প্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু সম্পদের কেমন দোষ! রোসিনারা অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর পিতার প্রিয়তমা হইয়া প্রথমাবস্থায় আমোদ প্রমোদেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তখন্ দুঃখ যে কি পদার্থ ইহা জানিতেন না বলিয়াই, পিতামহের দুঃখে সমদুঃখতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উদার-চরিত্র শিবজীর সহবাসে তাঁহার মনের সেই ভাবটি দূর হইয়াছিল। শিবজী বাক্য দ্বারা কখন রোসিনারাকে হিতাহিত বিবেচনার শিক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু স্বয়ং একাগ্রমনে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতেন বলিয়াই তৎপ্রতি প্রণয়-বদ্ধা বাদসাহ-পুত্রী তাদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থা হইয়াছিলেন। কার্য্য দ্বারায় যে উপদেশ হয় তজ্জনিত সংস্কারের প্রায় অন্যথাভাব হয় না। অতএব, পরমেশ্বর মনুষ্য জীবন কেবল হাসিয়া খেলিয়া আমোদ প্রমোদে

কাটাইবার জন্য সৃষ্ট করেন নাই, এই ভাব রোসিনারার অন্তঃকরণে সেই মহাপুরুষের সাহচর্য্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে এমত পদার্থও আছে যাহার জন্য জীবন এবং জীবনের সমুদায় সুখ পরিত্যাজ্য হইতে পারে।

শিবজীর সাহচর্য্যে রোসিনারার মানসিক ভাব সকল পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তিনি নানা ইন্দ্রিয়-সুখ-নিধান অন্তঃপুরের অন্যান্যভাগে বাস অপেক্ষা তাহারই একদেশে পিতামহ সন্নিধানে অন্য-সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করিতে প্রীতিপূর্ব্বক অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সাজাহান তাঁহাকে আরঞ্জেবের কন্যা বলিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃণা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোসিনারা আপনার বিনীত ব্যবহার, শীলতা ও মধুরালাপ দ্বারা তাঁহার দুঃখ শৈথিল্যের যত্ন করিয়া পিতামহকে পরম পরিতুষ্ট করিলেন। সাজাহান নিজ আধিপত্য সময়ে অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রোসিনারার প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইলে তাঁহার

অন্তরাত্মা যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। রোসিনারাও পিতামহ সন্নিধানে মনের কথা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া দুঃখের লাঘব করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন, পিতা অপেক্ষাও পিতামহের সহিত শিশুদিগের কেমন অধিক প্রণয় হয়.!। সাজাহান নানা কার্য্যাসক্ত থাকাতে সেই প্রণয়-সুখ পূর্ব্বে ভোগ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে নাতিনীকে সহচারিণী ও সমদুঃখ-ভাগিনী পাইয়া তাঁহার মনে যে, কি অপূর্ব্বভাব উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত।

ইহাঁরা উভয়ে নানা কথা প্রসঙ্গে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শিবজী সম্বন্ধীয় বিবরণই রোসিনারার অধিক মনোগত হইত বলিয়া বৃদ্ধ বাদসাহ তৎকালে শিবজীর সহিত আরঞ্জেবের সেনাপতিদিগের যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, যত্নপূর্ব্বক সমুদায়গুলি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতেন, এবং রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন। রোসিনারা, যখন্ শিবজী মুসলমান সৈন্যপতিকে সম্পূর্ণ

পরাজয় করিয়াছেন শ্রবণ করিলেন, তখন আর পিতার সহিত সন্ধি হওয়া ভার হইল বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রপতি রোসিনারার নিমিত্ত আপনার প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে পাইবার লোভেও আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন, ইহা জানিয়া বাদসাহ-পুত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরে যখন্ শুনিলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে দিন দিন ক্ষীণবল হইতেছেন তখন্ নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি যে দিন পিতামহ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন যে, শিবজী আরঙ্গেবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রাজা জয়সিংহের সহায়তায় বিজয়পুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছেন তখন্ তাঁহার ম্রিয়মাণ আশালতা পুনরুজ্জীবিতা হইতে লাগিল। অনন্তর যেদিন রোসিনারার কর্ণগোচর হইল যে, মহারাষ্ট্রপতির সাহায্যে কৃতকার্য্য বাদসাহ তাঁহাকে অভয় প্রদান

করিয়া নিজসভায় আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন্ তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু পিতার অত্যন্ত ক্রূর-স্বভাবতা ভাবিয়া মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ শঙ্কাও উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন যদি পিতা আমাকে সেই ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার মনন করিতেন তবে এতাবৎ আমার প্রতি অক্রোধ না হইলেন কেন? আমি তাঁহারই গুণানুবাদ করিয়াছিলাম বই আর ত কোন অপরাধ করি নাই"।

সাজাহান, যে দিন শিবজী বাদসাহের সম্ভাষণার্থ আসিতেছেন, সেই দিন রোসিনারাকে এই সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক কৌতুক করিয়া কহিলেন "মহারাষ্ট্রপতি আসিতেছেন —কিন্তু তুমি এমনটি মনে করিও না যে তিনি আসিলেই বৃদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন"। রোসিনারা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু সেই হাস্য প্রভা আন্তরিক দুঃখান্ধকারই প্রকাশ করিল, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজ্ঞাপক হইল না। পরে বাদসাহ-

পুত্রী কহিলেন "বৃদ্ধ আমাকে স্বয়ং ত্যাগ না করিলে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। কিন্তু মহাশয়! আমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ নহে—আমি পদে পদে বিপদ্ শঙ্কা করিতেছি"। বৃদ্ধ বাদসাহ এই কথা শ্রবণে বিস্ময় এবং ঈষৎ ক্রোধযুক্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন।—বিপদ্ শঙ্কা কি?—আরঞ্জেব স্বয়ং পত্র দ্বারা সেই ব্যক্তিকে আবাহন করিয়াছে—সে কি আপনার কথা মিথ্যা করিবে? —দিল্লীর বাদসাহ হইয়া প্রতিশ্রুত পালনে পরাঙ্মুখ হইলে কি সেই আসনের আর গৌরব থাকে? এই বলিয়া রোসিনারার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে অধোবদন দেখিয়া বৃদ্ধ আপনার প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিলেন—। "হায়! আমার আসনের অগৌরব হইবে বলিয়া আমি আরঞ্জেবের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিতেছি; কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্র হইয়া পিতার অপমান করিতে পারে, সে কি না করিতে পারে?—আমি এমন অল্প-বুদ্ধি না হইলেই বা কেন রাজ্যচ্যুত হইব—অধিক

বিশ্বাসই আমার কাল হইয়াছে—পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকেই আমাকে কহিয়াছিল পুত্রদিগকে এত বিশ্বাস করিবেন না—আমি কহিতাম যদি আপনার পুত্রদিগকে বিশ্বাস না করিব, তবে কাহাকে বিশ্বাস করিব ? আর পুত্রের প্রতিও অবিশ্বাস করিয়া যদি রাজ্য করিতে হয় তবে এমন রাজ্য সম্পত্তিতেই বা কাজ কি ?—হায় রে ! জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বিশ্বাস-ভাজন দারাসীকো ! তোমারই সচ্চরিত্রতা দেখিয়া আমি সকলের প্রতি সমান বিশ্বাস করিয়াছিলাম—তুমি সরল-হৃদয় হইয়াছিলে বলিয়া পাপ-পূর্ণা পৃথিবীতে স্থান পাইলে না ! ।—আমি আর কতকাল এই দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিব ? রে কঠিন প্রাণ ! তোমার কি আরো দুঃখ ভোগ করিতে অভিলাষ আছে ? বাহির হও !—যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই"। বৃদ্ধ বাদসাহ জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার মৃত্যু স্মরণ করিয়া একেবারে বিচেতনপ্রায় হইলেন। বৈষয়িক ভোগের প্রতি নিস্পৃহতা এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্মৃতিশক্তির হ্রাস বশতঃ তিনি

আর আর সকল দুঃখ ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছিলেন, কিন্তু আরঙ্গেব কর্ত্তৃক প্রিয়তম পুত্র দারা নিহত হইয়াছিল এই মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহার মনে চিরকাল সমানরূপে জাজ্বল্যমান ছিল। রোসিনারা ঐ সকল সময়ে পিতামহের সান্ত্বনার জন্য অন্য কোন উপায় না করিয়া তৎসমক্ষে দারার স্বরচিত কাব্য পাঠ করিতেন। তিনি জানিয়াছিলেন, যেমন অগ্নি দগ্ধের অগ্নিতাপই স্বাস্থ্যকর তেমনি সুহৃৎ-বিরহ-যাতনা সেই সুহৃদ্বিষয়িনী কথাতেই শান্ত হয়;—অন্য কথা সেই সময়ে বিষতুল্য বোধ হইতে থাকে। রোসিনারা এই বারেও সেইরূপ করিলেন। দারার বিরচিত কাব্যপাঠ একতান মনে শ্রবণ করিতে করিতে সাজাহানের নেত্রযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বহুক্ষণ পরে কহিলেন "আহা! এমন পুত্রও মরে—আহা! সে মরিয়াও কবিতামৃত দানে আমার তাপিত মনকে জুড়াইতেছে—হায়! যে ব্যক্তি আমার এই সকল দুঃখের মূল

তাহার কোন সুখেরই অভাব নাই—আমি এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার ঔরসে এই রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিল ?—বুঝিলাম—বুঝিলাম—যে পিতাকে অবজ্ঞা করে তাহাকে আপন পুত্র হইতে অবশ্য অপমান-গ্রস্ত হইতে হয়"। বোধ হয়, সাজাহান যৌবনাবস্থায় নিজ জনক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইলেন—পরে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন—"আমি আপনার কর্ম্মের ভোগই ভুগিতেছি—তবে আরঞ্জেবও নিষ্পাপ ?—আমার পিতাও স্বীয় জনকের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন—তবে আমি কি জন্য অপরাধী হইলাম ?—কপালের লিখন ?—না ! না ! তাহা হইলে অসৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া কি জন্য অনুতাপাগ্নি অন্তর্দাহ করিবে ?"।

সাজাহান্ স্বীয় আত্মজের কৃতঘ্নতায় অসাধারণ দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞানলাভের পথবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই বোধের উপক্রম হইতেছিল যে, পরমেশ্বর পৃথক্‌রূপে

সুকৃতির পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, এক জনের পাপ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করা মনুষ্যের পক্ষে বিধেয় নহে। দুষ্টের প্রতিও দুষ্ট ব্যবহার করিলে দোষ হয়’। যাহা হউক তাঁহার মন এমন না হইলে তিনি কি সেই দশায় জীবিত থাকিতে পারিতেন ?। বৃদ্ধ বাদসাহ ক্ষণকাল চিন্তা-মগ্ন থাকিয়া পরে রোসিনারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। “আর পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা নাই, তুমি বুদ্ধিমতী যাহা পরামর্শ সিদ্ধ হয় তাহাই কর। আমার বুদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে—বোধ করি আর বহু দিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না—অনুমান করিয়াছিলাম জগতে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই—কিন্তু তোমার গুণে বশীভূত হইয়া এক্ষণে এই মাত্র ইচ্ছা হয় যে, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়া যাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ, পৌত্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোসিনারাও ক্ষণকাল কোন উত্তর

করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন পিতা, মহারাষ্ট্র-পতির যেরূপ সমাদর বা অনাদর করেন তাহা দেখিয়াই কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব”। বৃদ্ধ কহিলেন “তুমি অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনীগণের সমভিব্যাহারে যাইয়া জালরন্ধ্রের অন্তরাল হইতে স্বচক্ষে সমুদায় দেখিও”।

অষ্টম অধ্যায়।

দিল্লীশ্বরদিগের প্রধান সভা গৃহের নাম আম্‌খাস্। তাহার তিন দিক অনাবৃত এবং বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল স্তম্ভ এবং ছাদটি সমুদায় সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত। উত্তরাংশে যে প্রাচীর তাহারই পশ্চাদ্ভাগে অন্তঃপুর। যে দিবস শিবজী রাজসম্ভাষণে আইসেন রোসিনারা অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনী-দিগের সমভিব্যাহারে আসিয়া সেই প্রাচীরের

গবাক্ষ-বিবর হইতে সমুদায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপরিভাগে আরঞ্জেব ময়ূরতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদসাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিন বস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ণীষ স্বর্ণময়, তন্নিম্নে অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে, এবং তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মাণিক্য অর্কতুল্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আরঞ্জেবের মুখাবয়ব অসুন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা, এবং অনারক্ত গণ্ডস্থল, দান্ত স্বভাব, কুটিল বুদ্ধি, এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর সমীপবর্ত্তী কতক্টা ভাগ রজত-রেইল দ্বারা আবৃত। তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান ওম্রা ও রাজা এবং রাজ-প্রতিভূগণ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া নতশিরা হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইহাদিগের মস্তকোপরি কিংখাপের চন্দ্রাতপ স্বর্ণ ঝালর সংযোগে শোভা করিতেছে।

রেইলের বহির্ভাগে আর যাবৎ স্থান, তাহাতে মনসব্দার প্রভৃতি যোদ্ধৃকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি-বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান আছেন। আমখাসের বহির্দ্দেশে এবং রাজতক্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল। বাহির হইতে সেই তাম্বু উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্তরাল এমন সুন্দর-রূপে চিত্রিত যে প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন রমণীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম, চতু-র্দ্দিক যেন ফল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই সভামণ্ডপের ভিতর বাহির সকল স্থানেই শত শত ব্যক্তি নানা কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে রাজসম্ভাষণে কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে দিল্লীশ্বর স্বকীয় বিভব সমুদায় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন এমত সময়ে একজন নকীব্ যথা নিয়মে রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্র-দেশাধিপতি শিবজীর আগমন সংবাদ প্রদান

করিল। সকলেই শিবজীর নাম শ্রুত ছিলেন, অতএব চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থ সকলেই উৎসুক হইলেন, বিশেষতঃ রোশিনারা নির্নিমেষ চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবজীকে কিঞ্চিদ্বিমর্শ বোধ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইতে লাগিল। শিবজী ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া নকীবের আদেশক্রমে রেইলের বহির্ভাগ হইতে বাদসাহকে তিনবার অভিবাদন করিলেন। এই করিয়া তিনি যেমন পুনর্ব্বার অগ্রসরণোদ্যম করিবেন নকীব উচ্চৈঃস্বরে কহিল "আলম্‌গীর বাদসাহের অনুগ্রহে শিবজী পঞ্চ-হাজারি-মনসব্দার পদে উন্নত হইলেন"। মহারাষ্ট্রপতি এই অপমান-সূচক বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া অবশাঙ্গ প্রায় হইয়া সম্মুখস্থ রেইল ধারণ করিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন। "দিল্লীশ্বর! আমি স্বাধীন দেশের রাজা, আমাকর্ত্তৃক আপনি অল্পকাল হইল উপকৃত হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনকার প্রতিভূ রাজা জয়সিংহ প্রতিশ্রুত

হইয়াছিলেন আমি এখানে সমাদৃত এবং সম্মানিত হইব, কিন্তু আপনি আমার এই অগৌরব করিয়া সেই কথা মিথ্যা করিলেন"। আরঞ্জেব উত্তর করিলেন "তুমি কি জন্য আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি আমার সেনাপতির যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছ—যুদ্ধ জেতার যাহা ইচ্ছা বিজিতের প্রতি তাহাই করিতে পারে—তথাপি জয়সিংহের সহিত তোমার কি কি কথা হইয়াছিল তাহা আমার বিদিত নাই—অতএব যাবৎ কাল পত্রদ্বারা তৎসমুদায় বিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তাবৎ তুমি এই নগরে অবস্থান কর, নগরপাল তোমার বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, এবং রামসিংহ সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন—পরে আমি যথাযোগ্য শিরোপা দিয়া বিদায় করিব"। আরঞ্জেবের মানস শিবজীকে কবলিত করেন, কিন্তু জয়সিংহ তাঁহাকে অভয় দান করিয়াছেন অতএব প্রকাশ্যরূপে কারা-নিরুদ্ধ করায় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া এইরূপ কৌশলদ্বারা

অভীষ্টসাধনের পরামর্শ করিলেন। "সাপের হাঁচি বেদে চেনে"—শিবজী এবং আরঙ্গেবের উপাখ্যান এই জনপ্রবাদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। মহারাষ্ট্রপতি বাদসাহ প্রমুখাৎ ঐ সকল কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় একেবারে বুঝিতে পারিয়া আপনিও শাঠ্য অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন "বাদসাহের জয় হউক;—আমি অবশ্য আপনার আদেশানুসারে রাজা জয়সিংহের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিব—কিন্তু এই দেশের জল বায়ু আমার অনুচরদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর—আর দক্ষিণ দেশ হইতে আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর আসিতেও বহুকাল বিলম্ব হইবে—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে নিজ সমভিব্যাহারী সৈন্য সামন্ত সকলকে বিদায় করিয়া কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে করিয়া অবস্থান করি"। ইহা শুনিয়া আরঙ্গেবের অনুমান হইল যে, শিবজী সত্য সত্যই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সরলান্তঃকরণে এই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি আরও বিবেচনা করিলেন

যে, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে শিবজী নিতান্ত অসহায় হইবে অতএব তখন যাহা ইচ্ছা হয় অনায়াসে করিতে পারা যাইবে। এই ভাবিয়া বাদসাহ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন এবং শিবজীকে তাঁহার যে অত্যন্ত ধূর্ত্ত বলিয়া বোধ ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। মহারাষ্ট্রপতি অতি সাবধানে বাদসাহের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতেছিলেন। অতএব অনুমতি প্রদান করিতে করিতে বাদসাহ যে ঈষৎ হাস্য করিলেন তদ্দর্শনেই তাঁহার মনোগত ভাব সকল বুঝিতে পারিয়া আপনি তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহারাষ্ট্রপতি বিদায় হইলে বাদসাহ তদ্দিবসীয় রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন। আরঙ্গেব বাস্তবিক কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন, এবং দৈনিক কার্য্য সমুদায় সমাধা না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভা ভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নৃপালগণের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের

প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না। আপনিই সমুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উজীর ওমা প্রভৃতি সকলে তাঁহার কার্য্য-সচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার বিহারাদিতেও অতি অল্পকাল ব্যয় হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আম্‌খাসে এবং সন্ধ্যা সময়ে গোসল-খানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতিদ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালত-খানায় গিয়া কি রূপে ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশালায় যাইয়া ভৃত্যেরা স্ব স্ব নিয়োজিত কার্য্যে মনোযোগী আছে কি না দর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে সৈন্যগণের কাওয়াজ দেখিয়া কাহার বা বেতন বৃদ্ধি কাহার বা কর্ত্তন করিয়া গুণবানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এইরূপে তাঁহার সমুদায় দিবসা-বসান হইত। রাত্রিতেও তাঁহার অধিক নিদ্রা

ছিল না। একটী নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পত্রাদির পাণ্ডুলেখ্য সকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সেই স্থান হইতেই নির্ব্বাহিত হইত; অমাত্যেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতেন না।

যে দিবস শিবজী আইসেন সেই দিন রজনীতে আরঙ্গেব একাকী ঐ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখিতেছেন না—তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—"রজনী-গভীর হইয়াছে—এই সময়ে আমার দীন দুঃখী প্রজাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে—কিন্তু আমি সকলের অধীশ্বর হইয়াও এক তিলার্দ্ধ-কাল বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাই না—চিন্তাজ্বরে নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। আমার চিন্তার শেষ নাই—বিরাম নাই—কিন্তু তাহার বিরাম হইয়াই বা কি হইবে?—ভাবি চিন্তা বিরহিত হইলে ভূতকালের দুষ্কৃত সমু-

দায় স্মরণ হয়!—যাহারা কখন পঙ্কিল পাপ পথের পথিক হয়েন নাই তাঁহারাই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ন করুন—আমার পক্ষে নিরন্তর চিন্তাসক্ত থাকাই ভাল।—মনুষ্য জীবন সত-রঞ্চ খেলার ন্যায়—ইহাতে যত ভাবনা করা যায় ততই সুখ, যত সাবধান হওয়া যায় ততই জিত্ হইবার সম্ভাবনা!—দেখ এমত ধূর্ত্ত শিবজীও আমার চাতরে পড়িল—সে মনে করিতেছে যে, আমি জয়সিংহের পত্র পাই-য়াই তাহার গৌরব করিয়া বিদায় করিব—কি মূর্খ! 'জয়সিংহ'—'জয়সিংহ'—এই না-মটা আমার অত্যন্ত কর্ণ-জ্বালাকর হইয়াছে—সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু যে উপকার করিতে পারে সে অপ-কারেও অসমর্থ নহে—আর কার্য্যসাধন হইয়া গেলে সেই সাধনোপযোগী উপায়েরই বা আবশ্যকতা কি?—ফল পড়া হইলে আকর্ষীতে কি প্রয়োজন?—কিন্তু জয়সিংহকে নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে? পিতা কাহাকে না পরাজয় করিয়াছিলেন?—আমা-

রও ত পুত্র আছে—সে অত্যন্ত বশীভূত বটে—তথাপি অগ্রে সাবধান হওয়া বিধেয়—আর এক্ষণে কে বা আমার শত্রু কে বা মিত্র তাহাও জানিলে ভাল হয়”—এই রূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল পরে আকাশ দত্ত-দৃষ্টি হইয়া কহিলেন “জয়সিংহ! সাবধান —এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই নষ্ট হইবে,—আমার দোষ নাই—পুত্র! তোমারও এই পক্ষচ্ছেদ করিলাম, আর কখন উড়িবার যত্ন করিও না”। এই বলিয়া বাদসাহ অতি সাবধানে আপন পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন তাহার মর্ম্ম এই—“হে আত্মজ! তুমি আমার একান্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটি বিষম শঙ্কটাবহ পরীক্ষা করিতে সাহস হয় অন্য কোন পুত্রের দ্বারা হয় না। তোমাকে শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা করাইয়াছি; অধিককাল গত হয় নাই, তোমার সাহস এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা পরীক্ষার্থ একটা ব্যাঘ্রের সহিত তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম তুমি তাহাও করি-

য়াছিলে। আমি অনেক ক্লেশে এই ভারত-রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, যে পুত্র আমার সর্ব্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই রাজ্যাধিকারী করিয়া যাইব। তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ বিবিধ গুণশালী হইয়াও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের দুর্গে জীবনাবশেষ করিতেছে—সাবধান! যেন তোমারও সেই দশা না হয়। তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সকল সেনাপতিদিগকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া কহিবে যে, আমি পিতার প্রতিকূলে বিদ্রোহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব। যে যে তোমার পক্ষতাবলম্বন করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অচিরাৎ আমার নিকট প্রেরণ করিবে। এই কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই জানিবে যে, আমার যাবৎ পরিশ্রমের ফল পরিণামে তোমারই ভোগ্য হইবে"।

বাদসাহ দুই তিন বার এই পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে যদি

পুত্র আমার মতানুযায়ী হইয়া চলে তবে আমিও আপনার সকল শত্রু একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখন সত্য সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার মনন করিলে কাহা কর্ত্তৃকও বিশ্বাস্য হইবে না—কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সে আপনার পক্ষ বলবান্ দেখিয়া এই বারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্ত্তব্য ?—প্রভুদিগের এই পরম দুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্য সাধন হয় না—হায় ! যদি আমি স্বয়ং স্বহস্তে সমুদায় কার্য্য সাধন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎ এক দিক্ এবং আমি একলা এক দিক্ হইলেও, বুঝি জয় হইত— পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একজন অতি বিশ্বাস-ভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—"তুমি এই পত্র লইয়া শীঘ্র বিজয়পুর প্রদেশে যাও—অতি সংগোপনে ইহা আমার পুত্রের হস্তে দিবে—পরে রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গ যখন পরামর্শ করিবে তখন নিকটে থাকিতে চাহিও. যদি

পুত্র তোমাকে নিকটে থাকিতে দেন তবে তাঁহার তাম্বুলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইও—পরে সকলে যে সকল কথা কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার পুত্রের আদেশানুসারে যদি বিদ্রোহ করণে স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে একটি পান দিবে, সেই পানের মস্‌লা এই—আরঞ্জেব এই বলিতে বলিতে ভৃত্যের হস্তে একটি কাগচের মোড়ক দিলেন এবং কহিতে লাগিলেন "যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয়সিংহের তাম্বুল বাহকের সহিত আলাপ করিও—বুঝিয়াছ !"। ভৃত্য হাস্য করিয়া নতশিরা হইল এবং বাদ-সাহের হস্ত হইতে পত্র ও পাথেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

নবম অধ্যায়।

মহারাষ্ট্রপতি নগরপাল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বাস গৃহে উপনীত হইয়া অবিলম্বে সমভি-ব্যাহারী সামন্ত বর্গের অধিপতিকে আহ্বান করত তাঁহাকে স্বদেশ গমনের আদেশ করি-লেন। সৈন্যপতি রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ পাথেয় সামগ্রী সকল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। শিবজী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন অনুচরবর্গ নিকটে থাকিতে বাদশাহ আমাকে বাসা বাটীর বহির্গত হইতে দিবেন না, কিন্তু বাহির হইতে না পারিলেও প্রস্থানের উপায়াবধারণ হওয়া দুর্ঘট; এই জন্যই তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া নিজসৈন্যগণকে বিদায় দিবার অনুমতি গ্রহণ করেন, আর সেই জন্যই যে কয়েকদিন তাহারা সকলে নির্গত না হইল আপনি পীড়ার ভান করিয়া রহিলেন, একবারও বহির্গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু আরঙ্গেব তখন মহারাষ্ট্রপতিকে কারারুদ্ধ

করণের মনন করেন নাই। তিনি মনে করিয়া ছিলেন যে, শিবজী সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বাস করিতেছে, অতএব যে পর্য্যন্ত জয়সিংহ বিষয়ক কোন সংবাদ না পাওয়া যায় তাবৎ ইহাকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই—নগর পালের নজরবন্দি করিয়া রাখিলেই চলিবে। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয় সমুদায় সেনা বিদায় হইয়া গেলে শিবজী এক দিন নগরপালের সহিত কথায় কথায় স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন্ নগরপাল অবিলম্বে সম্মত হইয়া স্বয়ং কতিপয় বলবান্ পুরুষ সমভিব্যাহারে অনুগমন করত মহারাষ্ট্রপতিকে বাসাবাটী হইতে নির্গত করিল।

শিবজী এ পর্য্যন্ত পলায়নের কোন পন্থা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে দিন প্রথমে বাটীর বহির্গত হইলেন সেই দিনেই তাহার সোপান হইল। তিনি রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে যমুনা তটে ক্ষণকাল পরিভ্রমণ করিয়া অন্য-মনস্কতা বশতঃ ক্রমে ক্রমে বাদ-সাহ ভবনের সম্মুখবর্ত্তী বিপণিতে উপনীত

হইলেন। তথায় বিবিধ দ্রব্যজাত এবং নানা-
দেশীয় লোকের সমাগম দর্শনে কিঞ্চিৎ তন্মনস্ক
হইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একজন
সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ
করিতেছেন। যাঁহারা বহুকাল বিদেশ পর্য্যটন
করিয়াছেন, তাঁহারই অপরিচিত জনময়স্থানে
স্বদেশীয় পরিচিত ব্যক্তির সন্দর্শনলাভে কি
পর্য্যন্ত আনন্দ হয় বুঝিতে পারেন। মহা-
রাষ্ট্রপতি ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সেই রূপ
আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। শিবজী,
ঐ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আপনার
গুরুদেব রামদাস স্বামীর একজন শিষ্য বলিয়া
চিনিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি যে দিকে
গমন করিলেন আপনিও ক্রমে ক্রমে সেই
পথে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমভিব্যাহারী
নগরপালের ভয়ে কেহই পরস্পর অভ্যর্থনা
দ্বারা পূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ করিলেন না।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহারাষ্ট্রপতি
দেখিতে পাইলেন, শ্রীমান্ রামদাস স্বামী
কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে একটী বট

বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন। মহারাজ মনে মনে তাঁহার চরণ বন্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরামর্শাবধারণ করত নগরপালকে কহিলেন অদ্য আর অধিক গমন করিব না—চল, বাসায় ফিরিয়া যাই—কিন্তু ঐ তেজস্পুঞ্জ ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া স্মরণ হইতেছে, আমি পীড়িতাবস্থায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলাম সুস্থ হইলে দেবার্চ্চনা করাইব; উহাঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, যদি উনি স্বয়ং আমার স্বস্ত্যয়নের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে বাসায় গমনের নিমন্ত্রণ করিয়া যাই। নগরপাল তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রামদাস স্বামীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকৃত-প্রায় হইলেন, পরে শিবজী স্বয়ং যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নগরপাল পাছে কোন সন্দেহ করে এই জন্যই রামদাস স্বামী প্রথমতঃ নিম-স্ত্রিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন নচেৎ শিবজীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। অতএব

তিনি পরদিবস অতি প্রত্যুষেই মহারাষ্ট্রপতির আলয় দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরপাল অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজসমক্ষে উপনীত করিল। গুরু শিষ্যে একত্র হইয়া যে কথোপকথন হইল তাহার মর্ম্ম এই—রামদাস স্বামী কহিলেন, আমি তীর্থ দর্শনে নির্গত হইয়া নানা দিগেদশ ভ্রমণানন্তর মথুরাধীশ সন্দর্শনার্থ সশিষ্য আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে প্রতিগমনকারী মহারাষ্ট্র সৈন্যপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় অবগত হই এবং অবগত হইয়া মনে মনে বিপদাশঙ্কায় শীঘ্র দিল্লীতে আসিয়া নানা স্থানে শিষ্য নিয়োজন করত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার উপায় চেষ্টা করি,—এক্ষণে সেই চেস্টা সফল হইয়াছে, অতঃপর আরঞ্জেবে. শাঠ্যজাল হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি ?। শিবজী কহিলেন "যখন্ এই ঘোর বিপৎকালে আপনকার সন্দর্শন পাইলাম, তখন্ অনুমান হয়, বিপদ্ উত্তীর্ণ হইতে পারিব, যাহা হউক অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু

যেরূপ স্বস্ত্যয়নের ভান করিয়া আপনকার সহিত সংগোপনে সন্দর্শন হইল বোধ হয় এই উপায়েই কোন সুযোগ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পরামর্শ হইলে রামদাস স্বামী প্রত্যহই প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত জপ পূজা হোমাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন, এবং নগরপালের যাবৎ হিন্দুজাতীয় অনুচরগণ শিবজীর আদেশানুরূপ বাজার হইতে বিবিধ দ্রব্যজাত আনিয়া স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল। আর পূজাবসানে নগরপালের নিযুক্ত প্রহরিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যথেষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়াতে মহারাষ্ট্র-পতির এই কর্ম্ম তাহাদিগের সমূহ সুখাবহ হইয়া উঠিল। শিবজী ঐ সকল সামগ্রীর অনেক ভাগ নগরস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগের বাটীতেও প্রত্যহ প্রেরণ করিতেন। এইরূপে প্রায় এক মাস বহির্ভূত হইল। কিন্তু শিবজী এই কাল মধ্যে কেবল আপনারই প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন এমত নহে, প্রিয়তমা রোসিনারার উদ্ধারার্থেও সবি

শেষ চেষ্টা দেখিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা কি, এবং উহা কিরূপ সফল হইল, তাহা পরে প্রকাশ হইবে, এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে, তিনি রোসিনারাকে পাইবার সুযোগ কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার আপনার প্রস্থানের এত বিলম্ব হইতেছিল, নচেৎ ইতিপূর্ব্বেই তদুপায় নিশ্চিত হইত।

দশম অধ্যায়।

সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রাজবাটী এবং রাজধানীতে মহাসমারোহে আনন্দ মহোৎসব হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ভারত রাজ্য জয় করিয়া এই স্থানেই নিবাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিশিষ্টরূপ সংস্রব হই-

য়াছিল, এই হেতু উভয় জাতীয় লোকেরাই পরস্পর ব্যবহারের অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মুসলমান বাদসাহেরা পূর্ব্ব কালীন হিন্দু সম্রাটদিগের ন্যায় অনেক আচরণ করিতেন এমত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয় তাঁহারা বর্ষে বর্ষে নিজ নিজ জন্মতিথির উপলক্ষে আপনারা যেরূপ সুবর্ণ রজতাদির সহিত তুলিত হইতেন তাহা হিন্দু রাজাদিগের তুলা পুরুস দানের অনুকৃতি হইবে, যেহেতু অপর কোন দেশীয় মুসলমান নৃপালদিগের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত ছিল এমত বোধ হয় না।

আরঙ্গেব ঐ দিন সুবর্ণ-নির্ম্মিত তুলা যন্ত্রে উত্থিত হইয়া আপনি এক দিকে এবং ধান্যাদি নানা প্রকার শস্য অপর দিকে রাখিয়া তুলিত হইলেন। পরে তাম্র কাংশ্যাদি ধাতু দ্রব্যের সহিত, অনন্তর সুবর্ণ রজতাদির সহিত, তৎপরে কিংখাপ শাল প্রভৃতি মহামুল্য বস্ত্রাদির সহিত এবং সর্ব্বশেষে হীরক মণি মাণিক্যাদির সহিত তুলারূঢ় হইলেন। ঐ সময়ে

নাগার খানায় বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও প্রধান প্রধান রাজামাত্য এবং ওম্‌রা সকল নানা প্রকার দ্রব্যজাত আনিয়া বাদসাহকে নজর দিতে লাগিলেন। বাদসাহও হেম-নির্ম্মিত কৃত্রিম বাদাম পেস্তা খর্জ্জুর লইয়া স্বহস্তে বিতরণ আরম্ভ করিলেন। অশ্বপালেরা দিল্লীশ্বরের সমক্ষে অশ্ব শিক্ষার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। মাহুতেরা সুশিক্ষিত হস্তিযূথ আনিয়া বাদসাহকে সেলাম করাইতে লাগিল। এইরূপে রাজকর্ম্মচারী সকলেই অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরেও অতি চমৎকার উৎসব হইতেছিল। প্রধান প্রধান অমাত্য এবং ওম্‌রাদিগের মহিলাগণ ও দিল্লীবাসিনী অনেক বার-যোষারাও সেই দিন বাদসাহের অন্তঃপুরে আগমন করিত। যাঁহারা বার বনিতাদিগের তাদৃশ স্থলে গমন হওয়া অসম্ভব বোধ করিবেন, তাঁহারা স্মরণ করুন যে, অদ্যাপি এমত অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা

আপন আপন স্ত্রী পরিজনকে প্রায় মুসলমান বাদসাহদিগের ন্যায় দৃঢ়তররূপে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন, অথচ মধ্যে মধ্যে বাটীর ভিতরেও নেড়ীর কবি শ্রবণ করাইয়া স্ত্রীলোক-দিগের চিত্ত কলুষিত করা নিতান্ত দূষ্য বোধ করেন না। বরং মুসলমান বাদসাহদিগের এই প্রশংসা করিতে হয় যে, তাঁহারা ঐ দিন অশ্রাব্য কাব্য সংগীতাদি শ্রবণার্থ বার-বধূগণের আনয়ন করিতেন না। সেই দিন নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোক সমস্ত স্ব স্ব প্রস্তুত রমণীয় শিল্প সামগ্রী লইয়া বাদসাহের অন্তঃপুরে যাইতেন। কেহ বা উত্তম জামদান, কেহ বা সুদৃশ্য পস্মী জুতা, কেহ বা বুটাকাটা শাটিন, কেহ বা কিংখাপ-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ, কেহ বা স্বহস্ত-প্রস্তুত আতর গোলাপাদি সুগন্ধি দ্রব্য, আর অনেকেই মোহনভোগ প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেন। তথায় অন্য পুরুষমাত্রের যাওয়া নিষেধ ছিল। কেবল বাদসাহ স্বয়ং বা তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ ক্রেতৃস্বরূপে ঐ মনোহর বাজারে বেড়াইতেন। ক্রয় বিক্রয়

কালে কতই কৌতুক হইত। বাদসাহ কোন দ্রব্যটি মনোনীত করিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারণার্থ কতই বিতণ্ডা করিতেন। একটি পয়সার দর প্রভেদ হইলেও বাক্য ব্যয়ের ত্রুটি হইত না। পরন্তু দ্রব্যটী গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দিবার সময় যেন ভ্রান্তিক্রমে বিক্রয়িণীকে এক পয়সার পরিবর্ত্তে কখন এক খান স্বর্ণমোহর কখন বা বহুমূল্য হীরক খণ্ড প্রদান করিয়া যাইতেন।

সাহাজান নিজ রাজ্যকালে এই ব্যাপারে বিশিষ্ট আমোদ প্রকাশ করিতেন। রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অবধি তাঁহার ঐ আমোদ ছিল না বটে, কিন্তু এইবার রোসিনারাকে অন্যমনস্ক করিবার আশয়ে অনেক অনুরোধ সহকারে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ মনোহর বিপণীস্থলে আনয়ন করিলেন। রোসিনারা কেবল পিতামহের অনুরোধ রক্ষার্থই আসিয়াছিলেন, নচেৎ আমোদ প্রমোদে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে অবধি শিবজী আরঙ্জেব কর্ত্তৃক সভাস্থলে অপমানিত হইয়া

যান্ সেই অবধি তাঁহার আন্তরিক সুখ সমুদায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর্মধ্যে কত দুঃখ ও কত শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। ফলতঃ পৃথিবীতে মনুজমাত্রকেই বিবিধ দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ ইহাদের, ভক্তি ও স্নেহের উপযুক্ত পাত্রের প্রতি যদি কোন কারণ বশতঃ ভক্তি ও স্নেহের হ্রাস হইয়া যায় তবে, তাহাদিগকে যেমন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তেমন যন্ত্রণা আর কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। রোসিনারা নিজ পিতার একান্ত অধর্ম্মমতি বুঝিয়া সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে দুঃখিতা ছিলেন। সুতরাং সামান্য আমোদ প্রমোদে তাঁহার দুঃখ শান্তি হইবার সম্ভাবনা কি?

তিনি দ্রব্য বিক্রয়িণীগণের কাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, পিতামহ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণানন্তর পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের মানস করিয়াছেন এবং সাজাহানও তাঁহাকে আমোদিত করিতে না পারিয়া

সেই চেষ্টায় ক্লান্তপ্রায় হইয়াছেন এমত সময়ে এক বারযোষা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া একটী অঙ্গুরীয় এবং উষ্ণীষ প্রদর্শনানন্তর সহাস্য বদনে কহিল "বাদসাহ নন্দিনি! এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কিছু ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয়?—ইহা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তুমি গ্রহণ করিলেই সার্থক হয়"। রোসিনারা শিবজীর হস্তে ঐ অঙ্গুরীয় এবং তাঁহার মস্তকে ঐ উষ্ণীষ অনেকবার দেখিয়াছিলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া বার-বনিতাকে কহিলেন "তুমি আমাদিগের সমভিব্যাহারে নিভৃতে আইস, দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করি"। বার-বনিতা শুনিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইল। পরে অন্য সকলের শ্রবণ ও দর্শনের অগোচর হইলে রোসিনারা ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই সকল সামগ্রী কোথায় কি প্রকারে পাইলে"?। বার-যোষা কোন উত্তর না করিয়া সাজাহানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রোসিনারা ঐ ইঙ্গিত দ্বারা তাহার ভাব বুঝিয়া কহিলেন "ইনি

আমার পিতামহ, ইহার অজ্ঞাত কিছুই নাই তুমি নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত কর”। তখন বার-বনিতা কহিতে লাগিল “যাহার এই সকল সামগ্রী তিনিই আমাকে এই স্থলে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং কহিয়া দিয়াছেন যে, যদি আপনি এত দিনেও তাঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত প্রস্থানের উপায় করুন, এইক্ষণে সকলই আপনার হাত তাঁহার হাত কিছুই নাই”। রোসিনারা এই কথায় কোন উত্তর না করিতে করিতে সাজাহান কহিলেন “আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি রোসিনারা! তুমি অবিলম্বে প্রস্থানের উপায় কর—আর উপায়ই বা বিশেষ কি করিতে হইবে—ইহার সহিত ছদ্মবেশে গমন করা অদ্য বড় কঠিন হইবে না”। রোসিনারা ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া পিতামহের কথায় কোন উত্তর না করিয়া বার-যোষিৎকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি বলিতে পার, তিনি আপনার প্রস্থানের কোন উপায় করিতেছেন কি-না?”।

বার-বধূ কহিল—তাহা আমি নিশ্চয়

বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে কহিয়াছেন যে, "যদি তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইতে তোমার সম্মতি হয় তবে এই রাত্রি শেষে অমুক স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত দুই জনে মিলিত হইবে"। এই বলিয়া শিবজীর নির্দ্দিষ্ট স্থানের নামটী রোসিনারার কর্ণে অতি মৃদুস্বরে কহিল। তাহা সাজাহানেরও শ্রুতিমূল সংলগ্ন হইল না। রোসিনারা তাহার তাদৃশ ব্যবহারে বিশিষ্ট তুষ্টা হইলেন। এবং শিবজী নিজ নৈসর্গিক মহানুভবতাগুণে অন্য ব্যক্তিকে কেমন বদ্ধ করিতে পারেন, তাহা তাঁহার জানা থাকিলেও, তিনি অল্প কালের মধ্যেই দুশ্চারিণী বার-বনিতাকেও এমত বিশ্বাসভাজন কি প্রকারে করিয়াছেন ভাবিয়া আশ্চর্য্যম্মন্যা হইলেন। তিনি অনেক ক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন "এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?—অথবা কর্ত্তব্য আর কি আছে—ইহার সঙ্গেই দাসীবেশে প্রস্থান করি—কিন্তু তাহা কি উচিত হয়—পিতা আমারপ্রতি

অন্যায় এবং মহারাষ্ট্রপতির প্রতি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—কিন্তু সেই জন্য কি আমিও অযথাচরণ করিব? না, আমার যাওয়া হইবে না—ভাল, একবার দেখা করিয়া আসিলেই বা হানি কি?—কিন্তু যদি যাইবার কালীন ধরা পড়ি—অথবা যাইবার পূর্ব্বে ইহা কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে আরঞ্জেব এই দোষ দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবধ করিবেন—আর এই স্ত্রীলোক আমাদিগের উভয়ের হিতকারিণী ইহার পক্ষেও অনিষ্ট ঘটিবে—কি করি"?।

রোসিনারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে সাজাহান একজন দাসীর এক খানি পরিধেয় বস্ত্র স্বহস্তে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং কহিলেন "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এই পরিচ্ছদ ধারণ কর এবং ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া যাও, আমাকে স্মরণ রাখিও এবং নিশ্চয় জানিও যে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমার সদাচরণ আমার অন্তঃকরণ মধ্যে দেদীপ্যমান থাকিবে"। এই বলিতে

বলিতে বৃদ্ধের অক্ষিদ্বয় সজল এবং বচন গদ্গদ-স্বর হইল। তিনি আর অধিক বলিতে পারিলেন না। রোসিনারা পিতামহের প্রদত্ত দাসীবেশটী একবার হস্তে লইয়া পুনর্ব্বার রাখিয়া দিলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিলেন "আমার যাওয়া কি উচিত হয়?"। সাজাহান ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, "কিসে অনুচিত? —সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এ পর্য্যন্ত আসিয়া ঘোর বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে; সে হিন্দু, তোমাকে বিবাহ করিলে তাহার জাতি নাশ হইবে তাহাও সে স্বীকার করিতেছে; এখানে তুমি এমন্ কি সুখে আছ যে, যাইতে অনিচ্ছা হয়?"—"অনিচ্ছা! আমার মনোমধ্যে যাইবার ইচ্ছা যে, কি পর্য্যন্ত বলবতী হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্ত্তব্য বোধ হইলেও মন নিবারিত হইতেছে না, কিন্তু এইক্ষণেই আপনি যাহা বলিলেন তাহাতেই সেই ইচ্ছার কিঞ্চিৎহ্রাস হইতেছে, কারণ, বিবেচনা করুন, যদি পিতা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিতেন তবে

পিতাই নিজ জামাতার প্রধান সহায় হইতেন, সুতরাং মহারাষ্ট্রপতির স্বজাতীয়েরা বিরক্ত হইলেও তাহারা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না, কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলে দিল্লীশ্বর এবং মহারাষ্ট্র জাতি উভয়কেই শিবজীর শত্রু করা হইবে, সুতরাং আমা হইতেই সেই প্রণয়াস্পদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া এমত কর্ম্ম কেমন করিয়া করিব। সাজাহান্ এবং ঐ বার-বনিতা উভয়ের কেহই জানিত না যে, যথার্থ প্রীতি এক অদ্ভুত পদার্থ! উহার আবির্ভাবে মনুষ্যের মনঃ একেবারে স্বার্থ-শূন্য হয়। অতএব তাঁহাদিগের কেহই রোসিনারার বাক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদ্গত করিতে পারিলেন না। না পারুন, কিন্তু বৃদ্ধ বাদসাহ তাঁহার যুক্তির ঔদার্য্য উপলব্ধি করিয়া কহিলেন, তুমি বুদ্ধিমতী যাহা বিবেচনাসিদ্ধ হয়, কর—আমি ভাবিয়াছিলাম শিবজীর সহিত মিলিত হইলেই তুমি সুখভাগিনী হইবে—এবং তাহা হইলে

আমি নিরুদ্বেগে দেহযাত্রা সম্বরণ করিতে পারিব, কিন্তু যদি না যাওয়াই সৎপরামর্শ হয় তবে, ইহাকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া বিদায় কর”। রোসিনারা অবিলম্বে বারবনিতাকে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইতে কহিয়া আপনি স্বগৃহে গমন করিলেন এবং স্বল্পক্ষণ মধ্যেই একটী লিপি আনিয়া তাহার হস্তে প্রদানানন্তর আপনার হস্তাঙ্গুরীয়টী বার-যোষাকে সমর্পণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রপতির অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলেন। বার-বনিতা, বাদসাহ পুত্রীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিতে করিতে বিদায় হইল।

একাদশ অধ্যায়।

মনুষ্য মাত্রেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারেন যে, উচিত, অনুচিত, বিবেচনাসিদ্ধ বা অসিদ্ধ এই পর্য্যন্ত নিরূপণ করাই মনুষ্যের আপনার হাত, কর্ম্মের ফলাফল মনুষ্যের ইচ্ছার বশীভূত নহে, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতারই অধীন। কত কত ব্যক্তি কত কত মহতী মন্ত্রণা সকল নিরূপণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আর কত কত স্থলে অতি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াও জনগণ সুমহৎ ফল-ভাগী হইয়াছেন। অতএব সাধুশীল ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই ফল-সিদ্ধির উদ্দেশ না করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কোন কার্য্যে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইলেও অধিক ক্ষুব্ধ এবং কার্য্য সফল হইলেও গর্ব্বিত হয়েন না। তাঁহারা অকৃতার্থ হইলে জগ-

দীশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন, এবং সফল-চেষ্ট হইলে তাঁহারই ধন্যবাদ করেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নিয়তই এমত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের দুষ্ট মন্ত্রণা সকল সিদ্ধ হইলেও দুঃখ এবং অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপ জন্মায়।

শিবজী, যে প্রকারে আরঞ্জেবের শাঠ্য জাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং আরঞ্জেবেরও আপনার দুর্মন্ত্রণা সকল কতক সিদ্ধ হওয়াতেও যে প্রকার অনুতাপ এবং কতক বিফল হওয়াতেও তাঁহার যে প্রকার দুঃখ জন্মিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত কথাটী মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়। যে সময় বাদসাহের অন্তঃপুরে শিবজীর প্রেরিত গণিকা প্রবিষ্ট হইয়া রোসিনারার স্থানে পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া বিদায় হয়, তাহারই কিয়ৎক্ষণ পরে বাদসাহ, যে ব্যক্তিকে জয়সিংহের বিনাশার্থ প্রেরণ করেন, সে এক পত্র হস্তে বাদসাহ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বরদিগের এমত রীতি ছিল না যে,

স্বহস্তে কাহারও স্থানে লিপি গ্রহণ করেন। শুদ্ধ সেই কর্ম্মের জন্যই তাঁহাদিগের সমীপে দুই জন প্রধান ওম্‌রা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু আরঙ্গেব ঐ ব্যক্তির স্থানে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া লিপি গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সমীপবর্ত্তী সকলেরই অনুভব হইল যে, পত্র-বাহক কোন অতি প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। বাদসাহ পত্রার্থ অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্যবদনে নগরপালকে আনয়ন করিতে কহিয়া সত্বরে সভার কার্য্য সমাপনানন্তর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আরঙ্গেব কখনই কৌতুক-প্রিয় ছিলেন না, অতএব তাঁহার জন্ম তিথির উপলক্ষে অন্তঃপুরে যেরূপ মোহনীয় বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিকক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতেন না। বিশেষতঃ তখন্ প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রায় অনেকেই, যে যাহার আলয়ে গমন করিয়াছিল, আর যাহারা ছিল তাহারাও তদ্দিবসীয়

কার্য্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অতএব বাদসাহ কোথাও বিলম্ব না করিয়া একেবারে একাকী রোসিনারার মহলে উপস্থিত হইলেন। আরঙ্গেব নিজ কন্যার আরক্ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর ও বিমর্ষমুখাবয়ব প্রভৃতি লক্ষণে অনতি পূর্ব্বেই তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন ইহা অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কিজন্য রোদন করিতে ছিলে"?। রোসিনারা ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিবজীর সহিত গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল—আবার মহারাষ্ট্র দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনাবধি বহুকাল হইল একবার মাত্র পিতার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, আর যে কখন পাইবেন এমত বোধও ছিল না, বিশেষতঃ যে পিতাকে তিনি পূর্ব্বে তাদৃশ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভয়ের আস্পদ হইয়াছিলেন, অতএব হঠাৎ বাদসাহ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি ভয়ে এবং দুঃখে একান্ত অধীরা

হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন ; সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ শোক-সূচক চিহ্ন সমস্ত গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং আরঙ্গেব যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিতেও পারিলেন না। বাদসাহ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ—আপনিই আপনার দুঃখ উপস্থিত করিয়াছ—ভাবিয়া দেখ, আমাদিগের বংশীয় কন্যাগণ প্রায়ই কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিতে পায় না, কিন্তু তোর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম বলিয়া উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার মনন করিয়াছিলাম— সে যাহা হউক, যদি এক্ষণও তোমার দুর্বুদ্ধি গিয়া থাকে তবে পারস্য রাজতনয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করি—কিছু উত্তর করিলে না যে?—তবে বোধ হয় তোমার অসম্মতি নাই"। রোসিনারা ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "পিতঃ! আমি তোমার অসম্মতিতে কিছুই করিতে চাহি না—এই বংশীয় কন্যাগণের

চিরকৌমারাবস্থা যেমন কপালের লিখন, আমারও তাহাই হউক—অন্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধনে ক্ষান্ত হউন”। আরঙ্গেব সর্ব্বদাই আপনার আন্তরিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেবল নিজ পরিবারের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের অন্যথা করিতে চাহিলে বৈরক্তীর পরিসীমা থাকিত না। বিশেষতঃ তিনি কেবল রোসিনারার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিবেন বলিয়াই তথায় আসিয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ আত্মজার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “আঃ! পাপীয়সি তোর লজ্জাভয় সকলই গিয়াছে—তুই যে পামর দস্যুর কুহক মন্ত্রের বশীভূতা হইয়াছিস্ তাহার জীবন সত্ত্বে তোর এই দুর্ব্বুদ্ধি যাইবার উপায় নাই, অতএব এই দণ্ডে তাহার ছিন্ন মস্তক তোর সমীপে প্রেরণ করিব, তোর দোষেই সে নিহত হইবে”!। রোসিনারা এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার পাদমূলে নিপতিতা হইলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন

" তাত ! ক্ষমা করুন—আপনি যাহা বলি-
বেন আমি তাহাই করিব। আপনি সেই
ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতি-
থির প্রাণবধ করিবেন না, তাহাকে স্বদেশে
যাইবার অনুমতি দিউন—আমি আর যত
কাল বাঁচিব ভুলিয়াও আপনার মতের বিপ-
রীতাচরণ করিতে চাহিব না "। আরঞ্জেব
বিকট হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, " তবে
তুমি পারস্য রাজতনয়ের ধর্ম্মপত্নী হইতে
স্বীকার করিলে " ?। "আমি সকলই স্বীকার
করিলাম, কিন্তু আমি অপরাধ করিয়া থাকি
আমারই দণ্ড বিধান করুন আমার দোষে অপ-
রের দণ্ড করিবেন না "। নিষ্ঠুর আরঞ্জেব
কন্যার এই সকল বচনে কিছু মাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত
না হইয়া উত্তর করিলেন " শুন, রোসিনারা !
তুমি আমার উপরোধ রক্ষা কর নাই—আমার
কথা বড় নয় সেই দস্যুর প্রাণই তোমার মনে
বড় বোধ হইয়াছে—স্বচক্ষে তোমাকে তাহার
বিনাশ দেখিতে হইবে, এবং আমি যাহার
সঙ্গে বলিব তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে "।

বাদসাহের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোসিনারা বিচেতনা হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু আরঙ্গেব আত্মজাকে তদবস্থ রাখিয়াই সত্বরে অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন।

বাদসাহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবা মাত্র পূর্ব্বাহূত নগরপাল সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে অভিবাদনাদি করিল। বাদসাই তাহাকে সরোষ-বচনে শিবজীর মস্তক আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

আরঙ্গেব ক্ষণকাল সেই খানেই দাঁড়াইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন "আর কি!—আমার ত সকল মানসই সুসিদ্ধ হইল—পুত্র আমার অদেশানুসারে বিদ্রোহের ভা– করিয়া সকলের অবিশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে—অতএব সে আর কখন কাহার বিশ্বাস্য হইবে না—জয়সিংহও, সত্য হউক মিথ্যা হউক সেই বিদ্রোহে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল অতএব সে পরীক্ষায় ঠেকিয়া প্রাণ হারাইয়াছে—তাহাতে আমার পাপ কি ?—বিদ্রো-